বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১১-২০১২

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১১-২০১২

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দিলীপ বড়ুয়া
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। জাতির জনকের রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধীকার, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বহুধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছেন। এ রূপকল্প আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক মহাদলিল। এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের শিল্পসমৃদ্ধ সোনারবাংলা বিনির্মাণে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জ্ঞানভিত্তিক ও শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকেও এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন চলছে। মহাজোট সরকারের আমলে শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহিত কর্মসূচির ফলে দেশের শিল্পখাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। উদ্যোক্তাবান্ধব বাস্তবধর্মী কর্মসূচির ফলে শিল্পখাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার হয়েছে। সম্মিলিত অংশ গ্রহণে টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে আমরা ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আশাকরি, অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এশিয়ার উদীয়মান শিল্পসমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের বিশ্ব দরবারে তুলে ধরে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সক্ষম হবো।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন করপোরেশন/প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়ে আসছে। প্রতিবারের মত এবারও **২০১১-২০১২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন থেকে দেশের জনগণ গত চার বছরে শিল্পখাতের উন্নয়নে মহাজোট সরকার গৃহিত কর্মসূচি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

দিলীপ বড়ুয়া

১২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
২৬ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

ওমর ফারুক চৌধুরী
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ করপোরেশন/প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত । এ প্রতিবেদন থেকে দেশের জনগণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমি মনে করি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা, শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানের স্বপ্নদ্রষ্টা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বাঙালি জাতিকে শিল্পসমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি দেশের মাটি-মানুষ ও আলো-বাতাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিল্পয়ানে ধারা চালু করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বাঙালি জাতি শিল্পপণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করুক। নিজেদেরকে আলোকিত শিল্পদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে সম্মানের আসনে সমাসীন করুক।

কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। জাতির জনকের রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। এ রূপকল্প আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক মহাসোপান। এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা নির্মাণে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো। আমি এ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি। জয় বংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ওমর ফারুক চৌধুরী

সূচিপত্র

ক্র: নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১-২
২	অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল	২-৩
৩	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো	৩
৪	মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব	৪-৫
৫	মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫
৬	বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা	৫-৬
৭	আইন প্রণয়ন	৬-৭
৮	আইসিটি ও ই: গভর্ন্যান্স কার্যক্রম	৭-৮
৯	মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো এবং উদ্দেশ্য	৮-১৩
১০	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রম	১৩-১৪
১১	উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১৫-১৬
১২	অডিট কার্যক্রম	১৬
১৩	**শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম**	১৭
১৪	**শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী**	১৮
১৫	শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য	১৯
১৬	সংস্থা ও দপ্তরভিত্তিক কার্যক্রম	২০
১৭	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)	২০-২৮
১৮	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)	২৯-৩৪
১৯	বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)	৩৫-৪০
২০	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	৪১-৪৯
২১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)	৫০-৬৩
২২	বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরী সহায়ক কেন্দ্র (বিটাক)	৬৪-৬৯
২৩	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	৭০-৭২
২৪	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	৭৩-৭৬
২৫	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	৭৭-৭৮
২৬	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	৭৯-৮০
২৭	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	৮১-৮৩

শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে। দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে শিল্প উন্নয়ন সর্বজন স্বীকৃত নির্ণায়ক। স্বাধীনতার পূর্বে বাণিজ্য ও শিল্প [Commerce & Industries] বিভাগ হিসাবে ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হত। সরকারের নীতিমালায় ও উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তনের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সংকুচিত করে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এর সৃষ্টি করা হয়।

সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৯৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির মধ্যে ৫২১[১] প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট ৭২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর মাধ্যমে ১৩টি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর মাধ্যমে ১৭টি এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর মাধ্যমে ৯টিসহ মোট ৩৯টি প্রতিষ্ঠান চালু রেখেছে। অন্য ৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর সমূহ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

[১] শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪৯০টি, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ২৬টি, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা [বিএসআরএস] কর্তৃক ০১টি, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ১টি করে মোট ২টি ও ইনভেস্টমেন্ট অব বাংলাদেশ [আইসিবি] কর্তৃক ২টি প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ও শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত ও স্বাবলম্বী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই শিল্প মন্ত্রণালয় আজ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর দেশের শিল্পায়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করতে ‘‘ জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০’’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভিশনঃ

২০২১ সালের মধ্যে দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান ২৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা ও শিল্প খাতে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সব ধরণের সহায়তা প্রদান করা।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশনঃ

(১) ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন;
(২) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সার বন্টনে দক্ষতা অর্জন;
(৩) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে পণ্যের মান বিশ্বমানে উন্নীতকরণ;
(৪) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল (এপিআই) উৎপাদনের নিমিত্ত শিল্প পার্ক স্থাপন;
(৫) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন;
(৬) চিনি ও লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা;
(৭) দেশে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পরিবেশ বান্ধব মোটরযান তৈরী ;
(৮) গ্রামীণ জনপদের জন্য হালকা পরিবেশ বান্ধব ''গ্রীন ভেহিকেল'' তৈরি ;
(৯) উৎপাদনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ;
(১০) শিল্প সংক্রান্ত মেধা সম্পদ সংরক্ষণ ও মেধা চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা. এবং
(১১) বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করে শিল্পায়নের প্রসার।

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণে নেতৃত্ব প্রদান করেন। Rules of Business,1996 অনুসারে সরকারের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা [Principal Accounting Officer] হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ছয়টি অনুবিভাগের [wing] মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচিবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেন এবং অনুবিভাগসমূহে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের সমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গতিশীলতা এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত অনুবিভাগ ও অধিশাখাসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনবলঃ

পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩
যুগ্মসচিব	০৪	০৭
যুগ্মপ্রধান	০১	০১
উপসচিব	১১	২২
সহকারী/সিনিয়র সহকারী সচিব	১৭	১৭
উপপ্রধান	০১	০১
সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান	০৬	০৪
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০০
হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	০১	০১
সহকারী প্রোগামার	০১	০১
সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	০০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩২	২৪
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০	১৫
কম্পিউটার অপারেটর	০২	০২
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	২৯	২২
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৫
হিসাব রক্ষক	০১	০০
সহকারী হিসাব রক্ষক	০১	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০১
ক্যাশ সরকার	০১	০১
জি.ও.	০১	০১
এমএলএসএস	৫৬	৩৪

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব

সরকারের Allocation of Business অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপর সরকার বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানতঃ নীতি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া অধীনস্থ সংস্থা ও দপ্তর সমূহে গতিশীলতা আনয়নে সমন্বয় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

Allocation of Business অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিমণরূপঃ

1. Preparation of schemes relating to the public sector industries.
2. Administration of industrial policy.
3. Promotion of foreign investment in industrial enterprises, international investment problems and employment of foreign nationals in commercial and industrial fields.
4. Dealings and agreements with other countries and international organizations for technical assistance, aid etc. in the field of industry
5. National agencies and institutions for (a) promoting industrial productivity, and (b) Testing industrial products
6. Standards and quality control
7. Explosive (excluding the administration of explosive substance Act and Rules)
8. Prescription and review of criteria for assessment of spare parts and raw materials for industries
9. Production, supply and distribution of processed foodstuff
10. Industrial monopolies, combines and trusts
11. Factories and Boilers and administration of boilers Act
12. Industrial research
13. Standardization of weights and measures
14. Matters relating to patent, design and trademarks department
15. Testing and quality control of industrial and commercial products
16. Industrial exhibition and demonstrations
17. Sericulture
18. Matters relating to National Productivity Organization
19. Industrial credit, State aid to industries
20. Development of salt industry, including manufacture and trade in salt, control of price and development of salt cottage industry
21. Cottage and small industries
22. Industrial management
23. Cooperation in the industrial sector
24. Assistance to all industries other than these dealt with by any other Ministry/Division
25. Coordination of the development work of small scale industries
26. Coordination of matters relating to rural industrialization
27. Coordination of matters of general policy of non-financial undertakings
28. Formulation of policies and examination of problems common to nationalized industrial corporations
29. Calling for and submission to the Minister, appropriate papers and documents containing information about performance of the industries under this ministry
30. Communicating to the corporations government's social, economic and development policies and obtaining for the Minister any general information that may be required to prepare industrial policy
31. Pricing policy of the products of nationalized industries
32. Analyzing the half-yearly financial reports of the corporations and advising the minister of any deviation in performance from budget and suggesting to the minister of corrective actions
33. Ensuring adherence to financial rules and practices
34. Submission of annual performance reports including balance sheets of sector corporations to the Cabinet
35. Secretariat administration including financial matters
36. Administration and control of subordinate offices and organizations under this ministry

37. Liaison with international organizations and matters relating to protocols and agreements with other countries and world bodies relating to the subjects allotted to this Ministry
38. All laws on subjects allotted o this Ministry
39. Fees on respect of any of this subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts
40. Ship Breaking, Recycling and Building.

মন্ত্রণালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাহাজ শিল্প

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে জাহাজ নির্মাণ, বিভাজন ও পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। দেশের স্টিলের চাহিদার সিংহভাগ জাহাজ বিভাজন শিল্প থেকে মেটানো হয়। এ শিল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় গত ১২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ জাহাজ বিভাজন ও পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা-২০১১ জারি করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১২৪টি জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড গড়ে উঠেছে। এ শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় নয়শত কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। দেশের নির্মাণ সামগ্রির জন্য প্রয়োজনীয় লৌহজাত সামগ্রির সিংহভাগ জাহাজভাঙ্গা শিল্পের মাধ্যমে যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সর্বোপরি বর্তমানে দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ জনশক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের সাথে জড়িত।

নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (নোরাড) এর অর্থায়নে বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব জাহাজভাঙ্গা শিল্প গড়ে তুলতে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নোরাড এবং শিল্প মন্ত্রণালয় গত ১৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে শিল্প সচিব এবং নোরাডের পক্ষে নরওয়েজিয়ান রাষ্ট্রদূত স্বাক্ষর করেন। আশা করা যায়, পরিবেশ সম্মত জাহাজভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মাধ্যমে অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মধ্যে অন্যতম। কয়েক'শ বছরের পুরনো এই শিল্পের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, ধারাবাহিকতাকে সমুন্নত রাখা, বিকাশ সাধন ও উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা অত্যাবশ্যকীয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশে অবস্থিত জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করেছে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সমুন্নত করাসহ এ শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন, উন্নতি ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর সহযোগিতা নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ''জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতিমালা-২০১২'' প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ

গত ২০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় শিল্পায়নের গতি সঞ্চারে খাতভিত্তিক বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠান গুলোর দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ প্যাকেজ সুবিধা প্রদান, শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার নির্ধারণ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ফান্ড গঠন বিষয়ে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সমূহ দেশের সার্বিক শিল্প উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনা

শিল্প মন্ত্রণালয় United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) এর সহায়তায় বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে। মূলতঃ বাংলাদেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর করার প্রয়াসে এ উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি ও কাঠামোগত উন্নয়ন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে একটি বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১৫ মার্চ ২০১২ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ এক কর্মশালার মাধ্যমে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

এ কার্যক্রমের আওতায় UNCTAD এর ০৪ (চার) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে। তারা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনাসহ বাংলাদেশের বর্তমান বিনিয়োগ পরিবেশ পর্যালোচনা করেছে। এর আলোকে UNCTAD বাংলাদেশে বিনিয়োগের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সার্বিক উন্নয়নমুখী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের জন্য কার্যকরী সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

ডি-৮ সম্মেলন

গত ০৮-১০ মে ২০১২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় ও জেনেভাস্থ International Institute for Sustainable Development (IISD) এর যৌথ উদ্যোগে Bilateral Investment Treaty Organizations & Dispute” শীর্ষক একটি কর্মশালা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জেনেভাস্থ IISD থেকে আগত Ms. Nathalie C. Bernasconi and Mr. Makane M. Mben gue কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ডি-৮ ভুক্ত দেশের 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation Ges 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation:

উক্ত সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ছাড়াও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর অফিস, বেপজা, দি ফিডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, ডাইরেক্টরেট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এবং সার্ভিস, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ল কমিশন, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, স্ট্যাটিজটিক এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ, ইউনিডো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, ইন্ডাষ্ট্রি এন্ড এনার্জি বিভাগ, জেনারেল ইকোনমিক্স বিভাগ, ল এন্ড জুডিশিয়াল বিভাগ, মিনিষ্ট্রি অব কমিউনিকেশনস ব্রিজ ডিভিশন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, বাংলাদেশ পাওয়ার ডিভিলপমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, ভূমি মন্ত্রণালয়, পিজিক্যাল ইনফ্রাচট্রাকশন ডিভিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো হতে ৬০ জন অংশগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিএসএফআইসি, বিসিআইসি, এফবিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

আইন প্রণয়নঃ

রূপকল্প ২০২১ অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে-

নীতি প্রণয়ন

বিশ্ব অর্থনীতির চলমান ধারা ও রূপকল্প- ২০২১ এর সাথে সমন্বয় করে জাতীয় শিল্পনীতি -২০১০ এর আলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে দেশকে শিল্পায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে শিল্প উন্নয়ন ও উদ্ভাবন আইন-২০১২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এ আইন পাশের জন্য উত্থাপন করা হবে।

এছাড়া লবণ চাষিদের সুরক্ষায় জাতীয় লবণ নীতি -২০১১ এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প প্লট বরাদ্দ নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। অটোমোবাইল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট রোডম্যাপ, জাতীয় কোয়ালিটি নীতি ও সমন্বিত বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন

পরিবেশবান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতককে শিল্প হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় 'জাহাজ ভাঙ্গা ও রিসাইক্লিং বিধিমালা -২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগলিক নির্দেশক আইন (জিআই 'ল') ২০১২, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন-২০১২, বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন-২০১২, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন -১৯৫৭ (সংশোধনী-২০১২), জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতমালা-২০১২ এবং ট্রেডমার্ক বিধিমালা-২০১২ প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্যক্রম

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পের উন্নয়ন। শিল্পের কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব। শিল্প ক্ষেত্রে তাই প্রয়োজন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিল্প পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা। এ সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্প উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকার নাগরিক সেবা প্রদানের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিল্প মন্ত্রণালয় তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্য হচ্ছে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার সরকারি কাজের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্নীতি হ্রাস এবং নাগরিক সেবাকে সহজলভ্য করে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয় যে সকল অগ্রগতি অর্জন করেছে তা নিম্নরূপঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ে সরকারের SICT প্রকল্প এবং SME-SDP প্রকল্পের সহায়তায় ৮০ টি ল্যানপোর্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৭৯২ কেবিপিএস ব্যান্ড উইড্থ এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ৫০ জন কর্মকর্তাকে ল্যান এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে আইসিটি ও ই- গভর্ন্যান্স কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষে¨ অধিশাখায় উপ-সচিব এর নেতৃত্বে একজন সিস্টেম এনালিস্ট, একজন সহকারি প্রোগ্রামার ও দু'জন কম্পিউটার অপারেটর সমন্বয়ে আইসিটি সেল সৃজিত হয়েছে। উক্ত সেলের জন্য একজন সিস্টেম এনালিস্টের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি তথ্যবহুল ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.moind.gov.bd) হোস্টিং করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের গুরুত্বপূর্ণ সফর সূচি ও বক্তব্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া দৈনন্দিন সারের উৎপাদন তথ্য, টেন্ডার, বিভিন্ন অফিস আদেশসহ নতুন নতুন আইনের খসড়া সর্বসাধারনের মতামতের জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অভিযোগ বক্স সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে করে সেবা গ্রহীতা প্রয়োজনে তাদের অভিযোগ ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সহজতর হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্তমতে আইসিটি মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ মন্ত্রণালয়ের মোট ১১টি দপ্তর/সংস্থার প্রত্যেকেরই ওয়েবসাইট রয়েছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সরকারি ফরম (পেটেন্ট, ডিজাইন ও টেডমার্কস সংক্রান্ত ফরম, বয়লার নিবন্ধিকরণ, শিল্পনগরীর প্লটের আবেদন ফরম, শিল্প নিবন্ধিকরণের আবেদন ফরম, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের আবেদন ইত্যাদি), প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা, ভর্তি ও ফলাফল (বিআইএম) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিএসটিআইতে সিএম (সার্টিফিকেশন মার্কস) লাইসেন্স এর আবেদন অনলাইনে জমা দেয়ার পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় আইসিটি কার্যক্রম আরো বেগবান করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে ফোকাল পয়েন্টদের

সমন্বয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা ফন্ট ব্যবহারের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চিনি কল এলাকায় আখ চাষীরা চিনিকলে তাদের আখ নির্ধারিত কেন্দ্রে প্রদান সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১০ এ উক্ত পুর্জি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষকদের আখ সরবরাহে যে স্বচ্ছতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তার স্বীকৃতি স্বরূপ মানব উন্নয়নে ই-সেবা বিভাগে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ডি-নেট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ''জাতীয় ই-কনটেন্ট ও উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি পুরস্কার ২০১০" প্রতিযোগিতায় ই-এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড লাইভলিহুড বিভাগে উল্লিখিত প্রকল্পটি শীর্ষস্থান অর্জন করে এবং The Manthan Award South Asia-2010 এ Best Innovation সনদ ও পুরুস্কার লাভ করে।

মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইন ও ২৮ টি দেশের সাথে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তির তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় ও অধস্তন সকল দপ্তর/সংস্থার শিল্প কারখানাসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিসের সাথে তথ্য আদান প্রদানের কাজ Automation এর জন্য একটি Wide Area Network (WAN) ও Enterprise Resource Plan (ERP) software স্থাপনের লক্ষ্যে একটি MIS Database ও WAN স্থাপনের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আইসিটি কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহে কুইক-উইন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থাকে জাতীয় ই-তথ্য কোষের সদস্য করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সুষম ও টেকসই উন্নয়ন কাজের প্রসার ঘটিয়ে জনগণের জীবন মানের কাঙ্খিত উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আইসিটিকে শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে আইসিটি নির্ভর জনসেবায় শিল্প মন্ত্রণালয় একধাপ এগিয়ে যাবে।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো এবং উদ্দেশ্য

(হাজার টাকায়)

	বাজেট	প্রক্ষেপন				
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
অনুন্নয়ন	১০০,৪৮,০০	১০৩,৯৫,৬৭	১০৬,৭৫,৯৫	১১১,১৫,১৯	১১২,৫১,৭৫	১৫৩,৭৪,৪৩
উন্নয়ন	৫২৫,৮৪,০০	৬০৫,৩০,০০	৬৮৫,৪৯,৩৩	৭৭৩,৭৯,০০	৮৭৫,৯৬,০০	৯৫০,৩৮,৫৯
মোট=	৬২৬,৩২,০০	৭০৯,২৫,৬৭	৭৯২,২৫,২৮	৮৮৪,৯৪,১৯	৯৮৮,৪৭,৭৫	১১০৪,১৩,০০

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

ক) শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও যুগোপযোগীকরণ;
খ) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রণোদনামুলক কার্যক্রম গ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
গ) ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা করা;

ঘ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং শিল্প ব্যবস্থপনা ও কারিগরি জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রম শক্তির উন্নয়ন সাধন;
ঙ) শিল্প পণ্যের মান উন্নয়নে প্রমিতকরণ (Standardtization), প্রত্যয়ন ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
চ) শিল্প পণ্যের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস সম্পর্কিত সেবা প্রদান ও ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস্ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়ন;
ছ) শিল্প বর্জ্যের পরিশোধন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
জ) বয়লার আইনসহ শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল আইনসমুহের সংশোধন ও প্রয়োগ।

2.0 মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

3.0

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থা
১. শিল্পের দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়ন	• শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও যুগোপযোগীকরণ • মেধাস্বত্ব বিষয়ক পুরাতন আইন সংশোধন করে আধুনিকিকরণ এবং নতুন আইন প্রণয়ন	• সচিবালয়
	• এশটি সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরি করা এবং তথ্যের সহজলভ্যতার জন্য ওয়েবসাইট তৈরি, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা • শিল্প বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য One Stop Service সেন্টার স্থাপন	• এস.এম.ই. ফাউন্ডেশন
২. পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।	• জাতীয় মান নির্ধারণ ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সমন্বয় সাধন (Harmonization) করা, যথাযথ মোড়কিকরণ (Labelling) এবং এক্রিডিটেশন এর জন্য মেট্রোলজি বিভাগ এবং পরীক্ষাগারগুলোতে কারিগরি অবকাঠামো গড়ে তোলা	• বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইন্সিটিটিউশন
	• I.S.O/I.E.C ১৭০১১, ও.S.O/I.E.C ১৭০২৫ো ও.S.O/I.E.C ১৫১৮৯, I.S.O/I.E.C ৯০০০ এবং ও.S.O/I.E.C ১৪০০০ এর এ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি • খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা • ডায়াগোনোস্টিক ল্যাবরেটরী সহ সকল টেস্টিং ল্যাবরেটরির মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা • খাদ্যে মান নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা	• এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড • বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইন্সিটিটিউশন
	• বিদ্যমান ডিজাইন সেণ্টার আধুনিকীকরণসহ • পণ্যভিত্তিক নতুন ডিজাইন সেন্টার স্থাপন করা	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির • শিল্প কর্পোরেশন
৩. পরিবেশ বান্ধব শিল্প উন্নয়ন।	• ঢাকা নগরীর দুষণ হ্রাসের জন্য ট্যানারি, গার্মেন্টস ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পসমূহকে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতপুর্বক নগরীর বাইরে স্থানান্তর করা	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
	• শিল্প পার্কসমুহে Common Effluent Treatment Plant (C.E.T.P.) স্থাপন	• বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন • বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
	• বয়লার আইন এবং তৎসম্পর্কিত নীতিমালার বাস্তবায়ন	• প্রধান বয়লার পরিদর্শন কার্যালয়
	• গ্রামীন জনপদের জন্য হালকা পরিবেশবান্ধব ''গ্রীণ ভেহিকেল'' তৈরি করা	• বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র
৪. উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ	• কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
	• লবণে আয়োডিন মিশ্রণ নিশ্চিতকরণ	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন

	• স্থানীয়ভাবে প্লাস্টিক মোল্ড, ডাই টুল ইত্যাদি তৈরি প্রযুক্তি উন্নয়নে টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন	• বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র
	• সার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবারহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	• চিনি ও লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি	• বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন • বিসিক
	• জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান এবং ড্রাইডক নির্মাণ	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন
৫. শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা	• প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা শহরে ''ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন''প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • সরকারি ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• বাংলাদেশ ইন্স্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট • বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
	• দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ এর মাধামে আয় বর্ধন • স্থানীয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফ্যাসালিটি বিল্ডআপ করার জন্য টেস্টিং ফ্যাসিলিটি/সেন্টার স্থাপন	• বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়ক কেন্দ্র
	• রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
	• ৫০টি উপজেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করা	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন • এস.এম.ই. ফাউন্ডেশন
৬. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	• অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পল্লী অঞ্চলে ''একটি গ্রাম: একটি শিল্প'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা • মংগা এলকায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপন	• বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন • এস.এম.ই. ফাউন্ডেশন
	• নুতন সার কারখানা স্থাপন করা	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
	• নুতন ড্রাইডক নির্মাণ করা	• বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন
	• বন্ধ শিল্প কারখানা চালু করা	• বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন • বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন • বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
৭. রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা	• রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর পুর্ণ উৎপাদন মাত্রায় না যেতে পারা, অলাভজনক হওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং তৎসম্পর্কিত গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করা	• ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
	• রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোর পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা	• সচিবালয় ও কর্পোরেশনসমূহ

৩.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্যসমুহের প্রভাব

৩.১.১ শিল্পের দুত বিকাশ এবং উন্নয়ন

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ শিল্প নীতি ও আইনসমুহ যুগোপযোগী করা হলে শিল্প বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। এতে করে শ্রম স্বার্থ রক্ষা ও উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে উঠবে যার ফলে কর্মসংস্থান এবং দেশের সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। ফলে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের পাশাপাশি তাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনসমুহের সংস্কারের ফলে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ঝুঁকিহ্রাস করবে। ফলে শিল্প উৎপাদনে উদ্যোক্তা ও কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, যা নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের গতিকে ত্বরান্বিত হবে ।

৩.১.২ পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ গুণগত ও সাশ্রয়ী মুল্যে পণ্য সহজলভ্য করা হলে, তা ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকেই নারী । নারীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখবে। ফলে নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ।

৩.১.৩ পরিবেশ বান্ধব শিল্প উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দুষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত হলে শিল্প পরিবেশের উন্নতি হবে। এতে করে শিল্প শ্রমিকসহ আশে পাশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে, ফলে একজন কর্মজীবী মায়ের সুস্বাস্থ্য এবং তার পরিবারের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩.১.৪ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের শিল্পের বিকাশ

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষিজ পণ্য শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের সঠিক মুল্য প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে। এতে দরিদ্র চাষিদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ কৃষি খাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা জড়িত। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হলে নারীর উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের হারও বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.৫ শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ফলে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকের বর্ধিত আয় নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন শ্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শিল্প পার্কে প্লট প্রাপ্তিতে মহিলা উদ্যোক্তাদের অনুপাত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৩.১.৬ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

দারির্দ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন, বর্ধিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুষ্টি, বিশেষ করে মংগা এলাকায় এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ কর্মে সম্পৃক্ত থাকবে যা মঙ্গা এলাকার দারির্দ্র্য দুরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ হলে মূলত: নারীদের কর্মসংস্থান বেশি হবে, যা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

৩.১.৭ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করা

দারির্দ্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পুর্ণ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা এবং অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক করা হলে চাকুরির নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও শ্রম অসন্তোষ হ্রাস পাবে। ফলে সার্বিক শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দরিদ্র শ্রমিকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের দারিদ্র নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩.২. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	প্রক্ষেপন				
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
দারিদ্র্য নিরসন	৪০৬,৭০,৩০	৫২৫,৮৫,১৬	৬০৩,২৯,৪৪	৬৭৬,৪২,১৩	৭৬৭,০৬,০৮	
নারী উন্নয়ন	১৫০,৩৩,৬১	১৯১,৩৬,৪৪	২১৫,৯১,৮৮	২৩৪,০৬,৮১	২৫৭,৯৭,৬৩	

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ কলকারখানা চালু করা এবং চাহিদা ও সম্ভাবনানুযায়ী শিল্প স্থাপন দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সম্ভাবনা ও চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করা। জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্লাষ্টিক মুদ্রণ, মৌ-চাষ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। অন্যদিকে দেশের গ্যাস.কয়লা, খণিজ এবং কৃষিজ কাচামাল ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্ম নির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার পাশাপাশি বি.এম.আর.আই. এর মাধ্যমে বন্ধ কারখানা চালুকরণ ও লাভজনক করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প বিকাশের জন্য কার্যকর পরিবেশ তৈরি করা • কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
২. বিসিকের শিল্প নগর/অর্থনৈতিক জোন কর্মসূচিকে শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ শিল্প নগর প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলসমূহে শিল্প অবকাঠামো র্নিমাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত এবং ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ঔষধ শিল্পসমূহে কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ঔষধ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কুটির শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করা • উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা • কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা
৩. কৃষি নিরাপত্তার স্বার্থে সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন দেশে সারের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সিরাজগঞ্জ ও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে দুটি নতুন সার কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এবং সাশ্রয়ী মুল্যে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা
৪. দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পরিবেশ বান্ধব মোটর যান তৈরী গ্রামীন জনপদের জন্য হালকা পরিবেশ বান্ধব ''গ্রীণ ভেহিক্যাল'' তৈরী করা মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। গ্রীন ভেহিক্যাল তৈরি করা গেলে এতে করে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি শক্তিশালী দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ • দেশের চাহিদা ও সম্ভাবনানুয়ায়ী শিল্প বিকাশে সহায়তা করা
৫. দুষণমুক্ত শিল্প উৎপাদন নিশ্চিত করা ঢাকা নগরীর দুষণ হ্রাসের জন্য ট্যানারি,গার্মেন্টস ও ফার্মাসিটিক্যালস শিল্পসমুহকে অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত পূর্বক নগরীর বাইরে স্থানান্তর করা এবং শিল্প পার্কসমূহে ''Common Effluent Treatment Plant(C.E.T.P.)" বাস্তবায়ন করা দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য অপরিহার্য বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ
৬. শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান বিসিক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।	• উদ্যোক্তা তৈরি ও দক্ষ শ্রম শক্তি গড়ে তোলা

৫. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	প্রকৃত ২০১০-১১	লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১. জি.ডি.পি. তে শিল্পের অবদান (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১,২,৬,৭,৮	%	২০	১৭.২০	১৮	১৮	১৯	২০	২২	২২	২৫
২. শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার	২,৫,৭	%									
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প		%	৮	৮	৮	৮	৮	৯	১০	১২	১৪
(খ) ক্ষুদ্র শিল্প		%	৮	৮	৮	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৬
৩. রাসায়নিক সারের দেশিয় চাহিদা পুরণ	২,৫,৭	%	৩৬	-	৪২	৬০	৫৭	৬৯	৬৯	৬৭	৬৭
৪. চিনির চাহিদা পুরণের হার	২,৫,৭	%	৪.৬৬	-	৭.১৪	১০.৩৫	১০.৪৭	১০.৫৩	১০.৬৩	১০.৬৩	১১

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) কার্যক্রমঃ

এসএমই সেল শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মূল লক্ষ্য দেশের এসএমই'র উন্নয়নের জন্য সেলকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণত করা। এসএমই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণে সহায়তা, দেশে এসএমই বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা, বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পসমূহ ও এসএমই সংক্রান্ত সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সহ এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়ন ও সুষ্ঠু বিকাশ খুবই জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার প্রতি নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকগণের আকর্ষণের প্রেক্ষিতে এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত অর্থায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে এসএমই'র কোন বিকল্প নেই। দেশে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টিকে সমধিক প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এ শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্য উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতঃ এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ''ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) নীতি কৌশল'' শিরোনামে একটি ব্যাপকভিত্তিক পৃথক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) নীতিমালা প্রণয়ণের কাজ চলছে। ফলে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্য ও যোগাযোগের সহজলভ্যকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও বহুমুখীতা অর্জন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বল্প ব্যয়ে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা খরচ কমানো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্যতা হ্রাস পাবে।

Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

এসএমই সেল কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে Integrated Support to Poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED) প্রকল্পটি গত ২১জুন ২০১২ তারিখে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পে মোট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ১.৯৭ কোটি ইউরো বা প্রায় ২০০.০০ কোটি টাকা যার মধ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ান অনুদান হিসাবে প্রদান করবে ১.৯০ কোটি ইউরো বা প্রায় ১৯৩.০০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.০৭ কোটি ইউরো বা ৭.০০ কোটি টাকা সুবিধাভোগী হিসাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদেয় হবে। চলতি বছরে শুরু হয়ে প্রকল্পটি ২০১৮ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এসএমই উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ। প্রকল্পের মাধ্যমে এসএমই সেল ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, এসএমই নেটওয়ার্কিং স্থাপন, ব্যবসায় মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদান

করে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমইসমূহের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং এসএমই ঋণ সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

গত ১০ জুলাই ২০১২ তারিখে INSPIRED প্রকল্পটি শুভ উদ্বোধন করা। প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম গ্র্যান্ট স্কিমের উদ্বোধন করা হয় গত ১৮ অক্টোবর ২০১২। অনুদান প্রদানের জন্য ঢাকায় দুটি এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রামে দুটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে সর্বমোট চারটি তথ্যপ্রদানমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইতোমধ্যে অনুদান গ্রহণের জন্য ধারণা পত্র চেয়ে আবেদন আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এসএমই জরিপের কাজ চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এ এসএমই অর্থায়নের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের দরিদ্র এলাকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় ''Poverty Reduction through Inclusive and Sustainable Markets(PRISM)" শীর্ষক অপর একটি সম্পূরক প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসএমই ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে এসএমই বান্ধব পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা। প্রতিযোগীতামূলক মুক্ত বাজারে দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি সহ বিশ্বায়নের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই পরিকল্পনা, সচেতনতা তৈরি, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সামর্থ হয়েছে। বছর জুড়েই ফাউন্ডেশন তার বিভিন্ন কর্মকান্ড সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এসএমই উদ্যোক্তাদের সার্বিক চাহিদাকে বিবেচনা করেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্যোক্তা সংগঠন, সেক্টর প্রতিনিধি, ট্রেডবডিজ ও এসোসিয়েশন এমনকি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও মত বিনিময় করা হয়। ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন গ্রুপের ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐসকল মতবিনিময় সভার সুপারিশমালা পুনঃ পর্যালোচনা করা হয়। এরপর সরকারের, বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সকল নীতিমালা ও দিক নির্দেশনাকে মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে এ সকল সুপারিশমালা পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে গুরুত্বের বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত সময়ে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন উইং কর্তৃক নিমেণাক্ত ক্ষেত্রসমূহের শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন/বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

1. খাত ভিত্তিক স্টাডি পরিচালনা করা;
2. এসএমই গুচ্ছসমূহের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী এসএমই গুচ্ছ চিহ্নিতকরণ;
3. ভ্যালুচেইন ডেভেলপমেন্ট;
4. এসএমই প্রযুক্তি হালনাগাদকরণ;
5. এসএমই অর্থায়ন মেলা আয়োজন করা;
6. জাতীয় এসএমই ওয়েবসাইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
7. এসএমই পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;
8. এসএমইসমূহকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান;
9. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ;
10. খাত ভিত্তিক এডভান্সড প্রশিক্ষণের আয়োজন;
11. ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রতিযোগীতার আয়োজন;
12. নারী উদ্যোক্তাদেরকে পুরস্কার প্রদান;
13. ক্রেডিট হোলসেলিং পরিচালনা;
14. এসএমই বাণিজ্য মেলার আয়েজন করা;
15. এসএমইসমূহের তথ্য ও প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকারের আমলে শিল্প সেক্টরের উন্নয়ন সাধনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩৭৯.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২টি, ২০১০-১১ অর্থ বছরের ৩২৪.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৮টি এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের ৭৮৬.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তলবায়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ১৭২৩.২৬ কোটি টাকায় ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (সংযুক্তি-ক) এবং ২১টি প্রকল্প বিভিন্ন মডেলে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (সংযুক্তি-খ)। সরকারের আমলে এ যাবৎ ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে।

মহাজোট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেশের শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে এ পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাবলী নিমণরূপঃ

ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যমান সার কারখানাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন এবং সরবরাহ কার্যক্রমের পাশাপাশি ৫.৮০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন শাহজালাল ফার্টিলাইজার সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়াও চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর কারখানায় আধুনিক বিলাস বহুল পাজেরো স্পোর্টস জীপ (সিআর-৪৫) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত শুরু হয়েছে। সিডান কার স্থানীয়ভাবে সংযোজন লক্ষ্যে মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশনের সাথে ০৯-০২-২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন তার অধীনস্ত চিনিকলসমূহে মাড়াই মৌসুমে Digital Cane Procurement and Development (ইলেকট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনা) নামক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ই-পুর্জি বাস্তবায়নের ফলে আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা এসেছে এবং কৃষকের ভোগান্তি কমেছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি, বাণিজ্যিক বাংকসমূহ কর্তৃক অর্থায়ন ও উদ্যোক্তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সরকারের আমলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ হয়েছে ৮০০০ কোটি টাকা ও কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ২.৫০ লক্ষ জন লোকের। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে ৩,৭৬৭টি শিল্প ইউনিট উৎপাদনরত আছে। তন্মধ্যে ৭৮২টি শিল্প ইউনিট রপ্তানীমুখী। এ সব শিল্প ইউনিটে এ পর্যন্ত প্রায় ৯০০০০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০০০০ কোটি টাকার রপ্তানী পণ্য। চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজরীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০৫ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বর্জ্যশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। মুন্সিগঞ্জে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) নামে ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্পটি মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার এলাকায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৪২ টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ৪২টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। গঙ্গাচড়ায় বেনারশী পল্লী, কুমারখালিতে বিশেষ শিল্প এলাকা, গোপালগঞ্জে, কুমিল্লা, মিরসরাই ও বরগুনায় এ নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

জেলা শহরসমূহে বিএসটিআইর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ও বিএসটিআইর সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ ৫ জেলাসহ শিরোনামে একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে (৫টি জেলা যথাঃ ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর এবং কক্সবাজার) বিএসটিআইহর অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্তগৃহীত হয়। গত ০৪-১০-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। SAARC ভূক্ত ৮টি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভুত Technical Barriers to Trade (TBT) দূরীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং Standardization and Conformity

Assessment এর সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে SARSO নামক একটি Regional Office ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক এবং ইউনিডো-এর কারিগরি সহযোগিতায় Better Work and Standards Programme (BEST) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ Programme এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের উৎপাদিত পণ্য, উপকরণ বা যন্ত্রপাতির গুণগতমান ও গ্রাহক সেবা আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। এ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশী পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে National Quality Policy প্রণয়ন করা হবে। ইতঃমধ্যে খসড়া National Quality Policy প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভিটামিন ‘এ’ ঘাটতিজনিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে UNICEF এর কারিগরি সহায়তায় এবং GAIN এর আর্থিক সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে ‘‘Fortification of Edible oil in Bangladesh’’ শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে ১৬টি ভোজ্যতেল শোধনাগারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে ১৪টি ভোজ্যতেল শোধনাগার তেলের সাথে ভিটামিন ‘এ’ মিশ্রণ করছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এর মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িতব্য ‘‘Integrated Support to poverty and Inequality Reduction through Enterprise Development (INSPIRED)’’ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের টিপিপি ২১ জুন ২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

বিটাক কর্তৃক হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৫০১ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ৫৩৭ জন পুরুষ এবং ৬২৪ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১১৬১ জন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত আছেন এবং সম্প্রতি আরো ৭৫০ জনের চাকুরীর নিশ্চয়তাসহ সর্বমোট ১৯১১ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের অডিট কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	বিসিআইসি	২৪২৪	৪৬১৫.০২	২০৭	৩৯০	৬৮৭.৯৯	২০৩৪	৩৯২৭.০৩
২	বিএসএফআইসি	২৭৩	২০৫.৯৯২২	২৭৩	৩৩	২৪.১১৪১	২৪০	১৮১.৮৭৮১
৩	বিএসইসি	১০৭৬	১০৫০.৮৯	৪০	১৫১	১৭১.৫৬	৯২৫	৮৭৯.৩৩
৪	বিসিক	১৭৩৭	৩৫১.০০	৬৮	১৮৮	১৮.৪৭	১৫৪৯	৩৩২.৫৩
৫	বিএসটিআই	১১	৬.০৫	১১	০	০	১১	৬.০৫
৬	বিটাক	৫৪	৩.৯১	৫৪	৩৪	১.৮৫	২০	২.০৬
৭	বিআইএম	৯১	২.৬৭	০	০	০	৯১	২.৬৭
৮	পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস	০৩	০.০০২৫৯১৭	১	০	০	০৩	০.০০২৫৯১৭
৯	এনপিও	১০	০.৬৭	১০	০৮	০.২৮	২	০.৩৯
১০	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০	০	০	০	০
	মোট	৫৬৭৯	৬২৩৬.২০৪৭৯১৭	৬৬৪	৮০৪	৯০৪.২৬৪১	৪৮৭৫	৫৩৩১.৯৪০৬৯১৭

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশিও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের দায়িতব পালন করে থাকেন। ২০১১-১২ অর্থ বছরে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর ২টি ট্রাকসহ যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া গত ১৯-১২-২০১১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে বিসিআইসির অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় শিল্প মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপসিহত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২৯-০৩-১২ তারিখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপসিহত বক্তরা বছরের প্রতিপাদ্য ''সুখী সম্বৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সার্বজনীন ব্যবহার'' শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শোক দিবস ২০১১ উপলক্ষে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি "মৃত্যুঞ্জয়'' নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ১৪-০৮- ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপসিহত ছিলেন ।

১৪-০৮-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যেগে প্রকাশিত স্মরনিকা 'মৃতুঞ্জয়' এর মোড়ক উনম্মোচন করেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী (এক নজরে)।

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১১-১২
০১	অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭
০২	করপোরেশনের সংখ্যা	৪
০৩	ইউরিয়া সার কারখানার সংখ্যা	৬
০৪	টিএসপি/এসএসপি সার কারখানার সংখ্যা	১
০৫	ডিএপি সার কারখানার সংখ্যা	১
০৬	কাগজ কারখানার সংখ্যা	১
০৭	সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা	১
০৮	চিনি কলের সংখ্যা	১৫
০৯	মটর সাইকেল উৎপাদনকারী কারখানার সংখ্যা	১
১০	টিউব লাইট উৎপাদনকারী কারখানার সংখ্যা	১
১১	ব্লেড উৎপাদনকারী কারখানার সংখ্যা	১
১২	বিভিন্ন ধরনের মটর যান উৎপাদনকারী কারখানার সংখ্যা	১
১৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (শিসকে) প্রতি জেলায় ১টি করে	৬৪
১৪	শিল্প নগরী	৭৪টি
১৫	সারের ডিলারের সংখ্যা	৫৩৮৫
১৬	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থান	৬০৮৫৯ জন
১৭	বিআইএম কর্তৃক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী	৯৭২
১৮	বিআইএম কর্তৃক স্বল্প মেয়াদী কোর্স	৬০
১৯	বিআইএম কর্তৃক স্নাতকোত্তোর ডিপ্লোমা কোর্স - ২০১১ সাল ও ২০১২ সালে মোট	১২
২০	NPO এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	২৪ ব্যাচ
২১	NPO এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	৮০৩ জন
২২	পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নতুন লাইসেন্স প্রদান	১৬৩৮
২৩	ভেজাল বিরোধী অভিযান	২৭২

শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	প্রকৃত উৎপাদন
০১	ইউরিয়া সার উৎপাদনের পরিমাণ	লক্ষ মে:টন	১১,২০,০০০	৯,৩৩,৬৮৬
০২	ইউরিয়া সার আমদানির পরিমাণ	লক্ষ মে:টন	৩০,০০,০০০	১২,৮২,১১৭
০৩	কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ	মে:টন	২২,০০০	২০,৭৬৬
০৪	সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ	মে:টন	১,৪০,০০০	৯৪,৮৯৯
০৫	চিনি উৎপাদনের পরিমাণ	মে:টন	১,৩৫,৩৭৬	৬৯৩৪৬.৮০
০৬	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ (জীপ, ট্রাক, বাস,এম্বুলেন্স) সংযোজন	পিস্	৯০০	৮৪৪
০৭	মোটর সাইকেল সংযোজনের পরিমাণ	পিস্	৪৩,৫৫৪	৪২,১১১
০৮	মিশুক উৎপাদন	পিস্	-	১৩
০৯	এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ উৎপাদনের পরিমাণ	মে:টন	৬,৫০০	২,২৭১
১০	ইলেকট্রিক ক্যাবলস উৎপাদনের পরিমান	মে:টন	৩,৫০০	৩,৫০২
১১	টিউব লাইট উৎপাদনের পরিমাণ	লক্ষ পিস্	৭.০০	৪.৩৬
১২	সিএফএল (বাল্ব)	লক্ষ পিস্	.৩০	.১১
১৩	লবণ উৎপাদনের পরিমাণ	লক্ষ মে:টন	১৪.০০	১১.৬৯
১৪	বিসিকের বিনিয়োগ সহায়তা	কোটি টাকা		১০০৯.৯৬
১৫	হার্ডবোর্ড	লক্ষ বর্গফুট	৩০০	২.৬৪
১৬	গ্লাসশীট	লক্ষ বর্গফুট	১৫.৩৩	১৪.৪২
১৭	স্যানিটারীওয়্যার	মে: টন	২,৫০০	১,৫৩০

সংস্থা ও দপ্তরভিত্তিক কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

ভূমিকা :

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্পোরেশন গুলির মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (Bangladesh Chemical Industries Corporation, BCIC) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১৩টি চালু ও ৫টি বন্ধ কারখানা আছে। চালু কারখানাগুলোর মধ্যে ৮টি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল ও ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা রয়েছে। সার কারখানা গুলোতে ২০১১-২০১২ বছরে ৯,৩৩,৬৮৬ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৬৫,০৪৭ মেঃ টন টিএসপি ও ৪৮,১৩০ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি সিদ্ধান্তক্রমে গত ৩১-০৩-১২ খ্রিঃ হতে সিইউএফএল, ১২-০৩-১২ খ্রিঃ হতে এএফসিসিএল, ২২-০৩-১২ খ্রিঃ হতে ইউএফএফএল ও ২২-০৩-১২ খ্রিঃ হতে পিইউএফএফএল সহ ৪টি ইউরিয়া সারকারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় ইউরিয়া সার উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে ২০,৭৬৫ মেঃ টন কাগজ, ৯৪,৮৯৯ মেঃ টন সিমেন্ট, ১৪.৪২ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ২.৬৪ লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড, ১৫৩০ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী ও ১১০৩ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৫১১ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। পে-অফ ও বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর কার্যক্রম চলছে। বিসিআইসি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কারিগরি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট পরিচালনা করছে। বিসিআইসি'র শাখা অফিস চট্টগ্রাম শহরের আগ্রাবাদে অবস্থিত। ইউরিয়া সার উৎপাদনের পাশাপাশি বিসিআইসি আলোচ্য অর্থ বছরে ১২.৮২ লক্ষ মেঃ টন ইউরিয়া সার আমদানি করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪৮৪ টি উপজেলায় প্রায় ৫৩৮৫ জন ডিলারের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ করেছে।

পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম :

স্বাধীনতার পর ১৮টি শিল্প কারখানা নিয়ে একটি আলাদা কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশের ১৯৭৬ সনের ২৫ নম্বর সংশোধনী বলে ৩টি কর্পোরেশন যথা বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাগজ ও বোর্ড কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারীজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান এবং বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর পরিচালকবৃন্দ সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত। প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যানকে সংস্থাটি পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সুষ্ঠু কার্য সম্পাদন কল্পে সংস্থার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে চেয়ারম্যান সংস্থার পরিচালক মন্ডলী, সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও কারখানা প্রধানদেরকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন। যার ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে থাকেন। কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও ৫ জন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রতিটি কারখানার জন্য রয়েছে আলাদা এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ড। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান/ ১ জন ডাইরেক্টর উক্ত এন্টারপ্রাইজ বোর্ড/কোম্পানি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ডে শিল্প মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি বোর্ডের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। সংশিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ নিজ নিজ এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও তদারকির মাধ্যমে দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকেন।

সংস্থার অধীনস্থ কারখানাসমূহ ও চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রন, সরকারি খাতে সার আমদানি ও কৃষিমন্ত্রনালয়ের বার্ষিক চাহিদার প্রেক্ষিতে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ সংস্থার প্রধান কার্যালয় করে থাকে। অধীনস্থ কারখানাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থ কারিগরি সহায়তা প্রদান, শূন্য পদে লোক

নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান, কারখানাসমূহের কমন আইটেম আমদানি, বিপণন সহায়তা প্রদান, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও সার ব্যতিত অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বিশেষায়িত বিভাগসমূহ করে থাকে। তা ছাড়াও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কারখানাসমূহের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা করে থাকে।

দেশে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বিসিআইসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থকারিগরি সহায়তায় ঘোড়াশাল সার কারখানার প্রাঙ্গনে ১৭.০৩ একর জমির উপর ১৯৮৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন Traning Institute for Chemical Industries স্থাপন করা হয়। এখানে প্রতি বছর দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে বিসিআইসি'র প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানবিস ও চাকুরিরত বিভিন্ন শ্রেণির কারিগরি কর্মকর্তা, শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে ও মানোন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কলেজ হতে পাশ করা দেশে ও বিদেশে চাকুরি প্রার্থী শিক্ষিত যুবক তাদের কারিগরি জ্ঞান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। প্রতি বছর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি এবং মানোন্নয়ন কোর্সে প্রায় ৬০০/৭০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন বর্তমান চালু কারখনাসমূহ :

ক্রমিক নং	কারখানার নাম	অবস্থান	স্থাপনা কাল	উৎপাদিত পণ্যের নাম	একক	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
১।	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	১৯৮৭খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
২।	যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ	তারাকান্দি, জামালপুর।	১৯৯১খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,৬১,০০০
৩।	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	১৯৮১খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৪।	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	ঘোড়াশাল, নরসিংদী।	১৯৭০খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৪,৭০,০০০
৫।	ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।	১৯৬০খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	১,০৬,০০০
				এমো.সালফেট	মেঃ টন	১২,০০০
৬।	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ	পলাশ, নরসিংদী।	১৯৮৫খ্রিঃ	ইউরিয়া	মেঃ টন	৯৫,০০০
৭।	টিএসপি কমপেক্স লিঃ	নর্থ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	১৯৬৫খ্রিঃ	টিএসপি	মেঃ টন	১,০০,০০০
				এসএসপি	মেঃ টন	১,২০,০০০
৮।	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোং লিঃ	রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০৬খ্রিঃ	ডিএপি	মেঃ টন	৫,২৮,০০০
৯।	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ	চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৫৪ খ্রিঃ	পেপার	মেঃ টন	৩০,০০০
১০।	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লিঃ	শহর খালিশপুর, খুলনা।	১৯৬৫খ্রিঃ	হার্ডবোর্ড	লঃবঃফুঃ	৩০০
১১।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ	ছাতক, সুনামগঞ্জ।	১৯৩৭খ্রিঃ	সিমেন্ট	মেঃ টন	১,৯০,০০০
১২।	উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টারি লিঃ	কালুরঘাট শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।	১৯৫৯খ্রিঃ	গল্লাসশীট	লঃবঃমিঃ	১৮.৬৭
১৩।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টারি লিঃ	বক্সনগর, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৮১খ্রিঃ	স্যানিটারীওয়্যার	মেঃ টন	৩৪০০
				ইন্স্যুলেটর	মেঃ টন	১৪০০

বিসিআইসি’র আর্থিক কর্মকান্ড:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণী	২০১১-২০১২ অর্থ বছর (সাময়িক)
১।	কারখানার সংখ্যা	১৩
২।	উৎপাদন	২২০১.১৮
৩।	বিক্রয়	২২৬৫.২৯
৪।	লাভ/(লোকসান)	(৫.৭২)
৫।	জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান	১৩৭.৩১
৬।	ডিএসএল প্রদান	৭৮.০০

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সিএফআর এবং এফওবি মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো) ও বহির্বিশ্ব হতে আন্তর্জাতিক পত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত ইউরিয়া সারের পরিমাণ এবং সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের অর্থের পরিমাণ (সাময়িক) নিম্নে দেয়া হলঃ

বৎসর	আমদানিকৃত ইউরিয়া (মেঃ টন)	আমদানি বাবদ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	আমদানিকৃত সারের বিক্রয় মূল্য (কোটি টাকা)	ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)	সরকার হতে প্রাপ্ত ট্রেড-গ্যাপের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১১-২০১২	১২৯৪৫২৭	৫৫০৯.২২	২৪১৩.৬২	৩০৯৫.৬০	১১৬১.২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যমুনা সারকারখানা পরিদর্শন

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

প্রতি বছরই সরকারের/ বিসিআইসি’র নিজস্ব অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চালু কারখানাগুলোর কারিগরি সমস্যাদি নিরসনকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিসিআইসি’র আওতাধীন ৪৮১.৩৩ কোটি টাকা (যার মধ্যে জিওবি এর অর্থায়ন ২০০.৩০ কোটি এবং নিজস্ব তহবিল হতে ২৮১.০৩ কোটি টাকা) ব্যয়ে আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ (এএফসিসিএল) এর ‘‘মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখা প্রকল্প’’টি গত ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে শুরু হয়ে জুন’১২ এ সমাপ্ত হয়েছে। জুন’১২ পর্যন্ত প্রকল্পটির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ২৫৫.৭৪ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ১৫৮.৪৪ কোটি টাকা এবং নিজস্ব তহবিল হতে ৯৭.৩০ কোটি টাকা। ৫৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ এর

''মেরামতের মাধ্যমে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার প্রকল্প''টি গত জানুয়ারি ২০০৮ এ শুরু হয়ে জুন'১২ এ সমাপ্ত হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পটির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৫৪.০৩ কোটি টাকা। ৭০.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টারি লিঃ (এনজিএফএফএল) এর ''২য় পর্যায়ের পুনর্বাসন প্রকল্প''টি গত জানুয়ারি ২০০৮ সালে শুরু হয়ে জুন'১২ এ শেষ হয়েছে। জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৭০.১১ কোটি টাকা। ১৮১.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ''বিএমআর অব কেপিএম লিঃ'', প্রকল্পটি গত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে শুরু হয়েছে এবং চলমান আছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি নতুন আইটেম সংযুক্ত করে ৩১৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশে ক্রমবর্ধমান ইউরিয়া সারের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার আরো ৪টি নতুন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গ্রানুলার ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি), নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এনডবিউএফপি), এএফসিসি-২ এবং ভোলা জেলার শাহবাজপুরের গ্যাস ক্ষেত্র ব্যবহার করে প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর একটি ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ প্রকল্প। এ চারটি সার কারখানার প্রতিটি উৎপাদন ক্ষমতা হবে বার্ষিক প্রায় ৫,৮০,০০০ মেঃ টন। চীন সরকারের Concessional loan ১.৬ বিলিয়ন RMB এর সমপরিমান ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, চীনা এক্সিম ব্যাংকের Preferancial Buyer's Credit (PBC) ৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) ২০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ সর্বমোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এলএসটিকে মূল্যসহ মোট ৫৪০৯০০.৪৮ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) এর ডিপিপি গত ০১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ১১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে চীন সরকার কর্তৃক নির্বাচিত প্রকল্পের সাধারন ঠিকাদার মেসার্স কমপ্লান্টের সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে গত ২১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পেরে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা ০৫-০৪-২০১২ ইং তারিখে কার্যকর হয়েছে এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৬-০৪-২০১২ ইং তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। খ্রিঃ

সাধারণ ঠিকাদার মেসার্স কমপ্লান্ট'কে গত ০১-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের জন্য জায়গা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল চুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ৩৮ মাস অর্থাৎ ১৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ থেকে ১৫-৬-২০১২ তারিখ পর্যন্ত।

বিসিআইসি রাসায়নিক শিল্প খাতের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারের শিল্প নীতির আলোকে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ''সার সংরক্ষণ ও বিতরন সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প,'' ''বিএমআরই অব বিআইএসএফ,'' ''ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এর বিএমআরই,'' ''টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ (টিএসপিসিএল) এর বিএমআর,'' ''কেপিএম এর ২য় ইউনিট হিসাবে কেআরসির অব্যবহৃত জায়গায় দৈনিক ১০০ মেঃ টন ভ্যালু এ্যাডেড পেপার (উন্নতমানের কাগজ) উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পেপার মিল স্থাপন,'' ''বিএমআর অব খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ,'' ''ডিএপি কারখানায় প্যাকেজ বয়লার এবং কুলিং টাওয়ার স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প।

বিসিআইসি'র আওতাধীন টিআইসিআই-এর অধুনিকায়ন ও মান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে Resource Personnel Pool গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুসারে প্রকল্পটির বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য পিডিপিপি প্রনয়ন করা হয় যা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইআরডির প্রকল্পটির জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের উৎস অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে কোরিয়ার KOICA এর সমীক্ষা প্রতিনিধিদল গত এপ্রিল, ২০১২ মাসে টিআইসিআই পরিদর্শন করে এতদসংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন KOICA কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করবে বলে জানা গেছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবেদনটি গৃহীত হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বিসিআইসি'র অধীনস্থ যে সব কারখানা পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে ০৩ (তিন) টি কারখানা পর্যায়ক্রমে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বর্তমান সরকারের নির্দেশনা রয়েছে।

কারখানাগুলো হলো চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি), নর্থ-বেংগল পেপার মিলস (এনবিপিএম) ও খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস (কেএনএম)। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিসিআইসি কর্তৃক কারখানাগুলো পুনঃ চালু করার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সেবামূলক কার্যক্রম :

বর্তমান যুগে যেখানে মানবাধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। এই বিষয়টিকে উদ্দীপনা সহায়ক হিসাবে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিসিআইসি ও তার পে-রোলে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি সম্প্রসারণে পিছিয়ে নেই। উন্নয়নমূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিসিআইসিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান ও নির্ভরশীলদের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য ঢাকা পৌর এলাকা এবং নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬ টি কলেজ ও ১১টি স্কুল পরিচালনা করছে। প্রত্যেক বছরই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করছে এবং উত্তরোত্তর ভাল ফলাফল করে আসছে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম :

	কর্মকর্তা	কর্মচারী/শ্রমিক	মোট
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১৬২ জন	৯৬ জন	২৫৮ জন
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০ জন	-	১০ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদনের উপর দেশের সার্বিক অর্থনীতি নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউরিয়া সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ইউরিয়া সার দেশের মোট চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী দেশে ইউরিয়া সারের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে উৎপাদিত সারের অতিরিক্ত অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউরিয়া সারের ঘাটতি মিটানোর জন্য সরকার কর্তৃক বিসিআইসি'র উপর এই গুরু দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৯৬-৯৭ সাল হতে বিসিআইসি এই গুর দায়িত্ব অত্যন্ত আস্থার সাথে পালন করে আসছে। এই লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিসিআইসি ২৪টি বাফারগুদাম ও ৫৩০০ জন ডিলারের মাধ্যমে ২২,৯৬,৪৫৭ মেঃ টন ইউরিয়া সার দেশের প্রান্তিক চাষি পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ নিশ্চিত করেছে যা সরকারের বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে ইউরিয়া সার বিতরণে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ :

- বছরের শুরুতে সন্তোষজনক মজুদ নিয়ে কার্যক্রম শুরু।
- অর্থবছর শুরুর তিন মাস পূর্বেই বহির্বিশ্ব থেকে সার আমদানির টেন্ডার কার্যক্রম গ্রহণ।
- চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি মংলা বন্দর দিয়ে সার আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ। ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সমূহে দ্রুত সার সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় পরিমান ইউরিয়া সার বেসরকারি সরবরাহকারীগণ বিদেশ থেকে সরবরাহে ব্যর্থ হয়। ফলে ঘাটতি পূরণের জন্য বেসরকারি সরবরাহকারীগণের পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাপনায় কাতার, সংযুক্ত আরব-আমীরাত ও সৌদিআরব থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সার আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি'র সার উৎপাদন, আমদানি, পরিবহণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলার সাথে নিবিড় মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা - বিডিআর, কোষ্টগার্ড ও পুলিশের কঠোর নজরদারীর কারণে ইউরিয়া সারের চোরাচালান না হওয়া।

সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা :

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১১,২০,০০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৩৩,৬৮৬ মেঃ টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। সংস্থাধীন ৪টি সরকারখানা যথাঃ সিইউএফএল, ইউএফএফএল, পিইউএফএফএল ও এএফসিসিএল এ দীর্ঘদিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন ঘাটতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আলোচ্য অর্থ বছরের শুরুতে ৬,৬১,৬৪৫ মেঃ টন প্রারম্ভিক মজুদ এবং সংস্থার ৬টি ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত ৯,৩৩,৬৮৬ মেঃ টন, কাফকো থেকে ৩,৫৭,৬৩৪ মেঃ টন ও বহির্বিশ্ব থেকে ৯,২৪,২৩৮ মেঃ টন আমদানিকৃত ইউরিয়া সার সহ মোট ২৮,৭৭,২০৩ মেঃ টন ইউরিয়া সারের বিপরীতে মোট ২২,৯৬,৪৫৭ মেঃ টন ইউরিয়া সার বিতরণ করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক উৎপাদনের পাশাপাশি ইউরিয়া সার আমদানির দায়িত্বভার বিসিআইসি'র উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মাসিক চাহিদার বিপরীতে বিসিআইসি'র ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৪টি বাফার গুদাম থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা সমূহের চাহিদাকৃত সার নির্বাচিত ৫৩০০ জন ডিলারদের মাধ্যমে প্রতি ডিলার তাদের তিন জন বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সার বিক্রয় করে থাকে। তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের সরবরাহ প্রদান করা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত চাহিদার বিপরীতে বিসিআইসি প্রতিটি জেলা ও উপজেলার নির্ধারিত পরিমাণ সার পূর্ববর্তী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকদের বরাবরে বরাদ্দপত্র ইস্যু করে এবং মাসের শুরু থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার বরাদ্দকৃত সার দ্রুত উত্তোলনের জন্য ডিলারদেরকে উপ-বরাদ্দ দেয়। ডিলারগণ তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানা/বাফার গুদাম থেকে সার উত্তোলন ও পরিবহন করে। নির্ধারিত উপজেলা/ইউনিয়নে সার পৌঁছানোর পর জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত সারের আগমনী বার্তা দাখিল করতে হয়। জেলা এবং উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি এবং স্থানীয় প্রশাসন সার বিতরণ কার্যক্রম নিবিড় ভাবে তদারকি করেন।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রনাধীন ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ১৪টি, দক্ষিনাঞ্চলে ৮টি এবং দেশের মধ্যাঞ্চলে ২টি মোট ২৪টি বাফার গুদাম থেকে ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার সরবরাহ করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলাকে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানার মধ্যে কমান্ডভূক্ত করে কমান্ডাধীন জেলায় সার কারখানা ও বাফার গুদাম থেকে সরবরাহ করা হয়। বিসিআইসি দেশব্যাপী ইউরিয়া সার বিতরণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে।

শাহজালাল সার কারখানা চুক্তি স্বাক্ষর

শাহজালাল সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শাহজালাল সার কারখানা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিল্পমন্ত্রীসহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।

কাগজ উৎপাদন ও বিপণন :

বিসিআইসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন কর্ণফূলী পেপার মিলস্ লিঃ এ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২২,০০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০,৭৬৫ মেঃ টন বিভিন্ন গ্রেডের কাগজ উৎপাদিত হয়েছে। কর্ণফূলী পেপার মিলের উৎপাদিত কাগজ নিয়োজিত ২০৪৫ জন ডিলারের মাধ্যমে মাসিক বরাদ্দের ভিত্তিতে বিপণন করা হয়। তাছাড়া সরকারি বিজি প্রেস, শিক্ষা অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার বিপরীতে কেপিএম সরাসরি কাগজ সরবরাহ করে।

সিমেন্ট উৎপাদন ও বিপণন :

বিসিআইসি’র নিয়ন্ত্রনাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১,৪০,০০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৪,৮৯৯ মেঃ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছে। সিমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর উৎপাদিত পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট, প্রতিরক্ষা বাহিনী সরাসরি নির্ধারিত দরে বিসিআইসি’র অনুমতিক্রমে কারখানা থেকে ক্রয় করে। এ ছাড়াও বিসিআইসি নিয়োজিত ডিলারগণ কারখানায় উৎপাদিত সিমেন্ট নির্ধারিত দরে কারখানা থেকে উত্তোলন করতঃ বিপণন করে থাকে।

বিসিআইসি’র অধীনস্থ শিল্প কারখানার উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সার : (২০১১-২০১২) :

পণ্যের নাম	একক	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
ইউরিয়াঃ	মেঃ টন	১১,২০,০০০	৯,৩৩,৬৮৬
টিএসপিঃ	মেঃ টন	৬৫,০০০	৬৫,০৪৭
ডিএপিঃ	মেঃ টন	১,০০,০০০	৪৮,১৩০
কাগজ ঃ	মেঃ টন	২২,০০০	২০,৭৬৫
সিমেন্টঃ	মেঃ টন	১,৪০,০০০	৯৪,৮৯৯
হার্ডবোর্ডঃ	লক্ষ বর্গফুট	৩০০	২.৬৪
গ্ল্যাসশীটঃ	লক্ষ বর্গমিটার	১৫.৩৩	১৪.৪২
স্যানিটারীওয়্যার ঃ	মেঃ টন	২,৫০০	১,৫৩০
ইন্স্যুলেটর ঃ	মেঃ টন	৮০০	১,১০৩
রিফ্র্যাক্টরীজঃ	মেঃ টন	৫০০	৫১১

' বিএফএ'এর ১৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

পটভূমি :

স্বাধীনতার পর ১৭টি চিনিকল ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা নিয়ে একটি আলাদা করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ বলে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস্ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড এ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন একীভূত করে সরকারি আদেশে ১ জুলাই ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation , BSFIC) গঠন করা হয়।

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান এবং অনধিক ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ১টি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে।

উদ্দেশ্য :

নিমেণাক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন গঠিত হয় :

- মিলজোনে উন্নত জাতের ইক্ষুচাষ সম্প্রসারণ করা ,
- স্থাপিত ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা ,
- সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে চিনির বাজার দর স্থিতিশীল রাখা ,
- পর্যায়ক্রমে মিলসমূহের বিএমআরই/বিএমআর ও সুগার রিফাইনারী স্থাপনের মাধ্যমে চিনিতে দেশকে স্বনির্ভর করা ,
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা ইত্যাদি।

উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড :

- ২০১১-২০১২ মাড়াই মৌসুমে ১৫টি চিনিকলে ১৭৯৫০০০ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে গড়ে ৭.৫৪% চিনি আহরণ হারে ১৩৫৩৭৬ মে.টন চিনি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৪৭৫৫৯ মে.টন ইক্ষু মাড়াই করে ৬.৬১% চিনি আহরণ হারে ৬৯৩৪৬.৮০ মে.টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে এবং ৬৭০০৯.১২ মে.টন মোলাসেস উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮৮৮৬.৯৬ মে.টন মোলাসেস উৎপাদিত হয়েছে।
- কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্টিলারিতে ৪৮.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২.৫১ লক্ষ প্রুফ লিটার স্পিরিট ও এলকোহল এবং ফরেন লিকার ৭.৫৬ লক্ষ প্রুফ লিটার লক্ষমাত্রার বিপরীতে ৮.২৮ লক্ষ প্রুফ লিটার উৎপাদিত হয়েছে।
- রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানিতে ১৩০০ মে.টন ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০২০.৯৬ মে.টন উৎপাদিত হয়েছে।

খোলা বাজারে চিনি বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিনি বিক্রি উদ্বোধন করছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া

২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতায় ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন, ১টি প্রকল্প নতুন অনুমোদন এবং ২টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ

বাস্তবায়নাধীন	অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
(1) বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস্ লিমিটেড। • প্রকল্প ব্যয়-২৬২৬.৬১ লক্ষ টাকা • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০০৯ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৩ (2) ইস্টাবলিসমেন্ট অব অ্যান অরগানিক বায়ো-ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট ফ্রম প্রেসমাড এ্যাট কেরুজ সুগার মিলস্। • প্রকল্প ব্যয়-৭২৫.১২ লক্ষ টাকা • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০০৯ সমাপ্ত : ৩১-১২-২০১২ (3) বিভিন্ন চিনিকলের পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর এবং বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প। • প্রকল্প ব্যয়-৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১০ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৩	(1) বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি)লিমিটেড। • প্রকল্পটি ১০-০৪-২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্প ব্যয় - ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকা • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৪ (২) ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও বিট সুগার উৎপাদন প্রকল্প। • প্রকল্প ব্যয় - **১৭৩১০.৬৬** লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫ (2) নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সুগার রিফাইনারি স্থাপন। • প্রকল্প ব্যয়- ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা • বাস্তবায়ন মেয়াদ : আরম্ভ : ০১-০৭-২০১২ সমাপ্ত : ৩০-০৬-২০১৫

সেবামূলক কার্যক্রম :

- আলোচ্য বছর ইক্ষু আবাদের জন্য ইক্ষু চাষিদের মধ্যে প্রায় ৮০ কোটি টাকা বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়।

- এ বছর ইক্ষু মূল্য বাবদ প্রায় ২৬১.৮৬ কোটি টাকা ইক্ষুচাষিদের মাঝে পরিশোধ করা হয় যা নিভৃত পল্লী এলাকার চাষিদের নগদ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়।
- ইক্ষু রোপণ, পরিচর্যা, কর্তন ও পরিবহন খাতে প্রায় ২০(বিশ) লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।
- তাছাড়া চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে চিনিকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমিপাকা রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম :

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে করপোরেশনের ৬ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয় এবং দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে ২৪৭(দুই শত সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করপোরেশনের প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আলোচ্য বছরে ২৬১(দুই শত একষট্টি) জন কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক ও আখচাষি এবং তাদের পোষ্যদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইলেকট্রোনিক পুর্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম :

- আখচাষিদের নিকট থেকে আখক্রয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য ইউএনডিপি এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০১১-২০১২ উৎপাদন মৌসুমে সকল চিনিকলে ''ইলেকট্রোনিক পুর্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম :

- ওয়েব সাইটে প্রধান কার্যালয় ও সকল মিলের মৌলিক বর্ণনা, সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত মাসিক এমআইএস ও করপোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, টেন্ডার সংক্রান্ত সকল বিজ্ঞপ্তি ও করপোরেশনের নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ই-মেইল সকল চিনিকলসহ সদর দপ্তরে চালু আছে।
- মিলের বিভিন্ন কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে অটোমেশনে উন্নীত করা, ল্যান ও ওয়ান স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের সাথে মিলসমূহের তথ্য প্রবাহের নিমিত্তে যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

বাণিজ্যিক খামার :

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি সুগার মিলে বাণিজ্যিক খামার রয়েছে।

৫টি সুগার মিলের বাণিজ্যিক খামারের মোট জমির পরিমাণ ১৫,৭৯২ একর।

বর্ণিত খামারে মোট ইক্ষুর আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১১,৮০৯ একর।

২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৩৩৭.০০ একর জমি লীজে আখ চাষ করা হয়েছে।

মিলওয়ারী বাণিজ্যিক খামারের বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	মিলের নাম	জমির পরিমাণ (একর)	আখ আবাদযোগ্য জমি (একর)	২০১১-১২ মৌসুমে আখ আবাদ (একর)		
				নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়	লীজে	মোট
ক)	ঠাকুরগাঁও	২৪৯৭	১৮০২	৫০১.০০	৫৫৫.০০	১০৫৬.০০
খ)	সেতাবগঞ্জ	৩৭০৩	২৪৭৩	৬০১.০০	১১০৯.২৫	১৭১০.২৫
গ)	রংপুর	১৮৩২	১৩৪৪	০.০০	৫০২.০০	৫০২.০০
ঘ)	নর্থবেঙ্গল	৪৭০৫	৩৯৩৮	১৯৯৬.০০	৪১.০০	২০৩৭.০০
ঙ)	কেরু	৩০৫৫	২২৫২	১০৩০.০০	১৩০.০০	১১৬০.০০
	মোট:	**১৫,৭৯২**	**১১৮০৯.০০**	**৪১২৮.০০**	**২৩৩৭.২৫**	**৬৪৬৫.২৫**

২০১১-১২ মৌসুমে ইক্ষু চাষ,মাড়াই ও চিনি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং ২০১২-১৩ মৌসুমের কর্মসূচি :

	২০১১-১২ মৌসুম (লক্ষ্যমাত্রা)	২০১১-১২ মৌসুম (অর্জন)	২০১২-১৩ মৌসুম (লক্ষ্যমাত্রা)
ইক্ষু আবাদ (একর)	২,০৫,০০০	১,৫৯,৬৭৩	২,০৫,৫০০
কারখানায় ইক্ষু সরবরাহ (মেঃ টন)	১৭,৯৭,০০০	১০,৪৭,৫৫৯	১৭,৪৫,৫০০
চিনি উৎপাদন (মেঃ টন)	১,৩৫,৩৭৬	৬৯,৩৪৬.৮০	১,২৯,০৭৫
চিনি আহরণের হার (%)	৭.৫৪	৬.৬১	৭.৪০

প্রদর্শনী আখ ক্ষেত

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর উৎপাদিত ডিস্টিলারি পণ্য :

কেরু এন্ড কোং এর ডিস্টিলারিতে ৭ প্রকার বিভিন্ন ব্রান্ড ও সাইজের ফরেন লিকার এবং ৩ প্রকার স্পিরিট উৎপাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদিত পণ্য কেরুর বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র এবং ওয়ার হাউজের মাধ্যমে করপোরেশন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত দরে সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে তাদের ইস্যুকৃত লাইসেন্সীদের অনুকূলে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

২০১১-১২ বছরের কেরু এ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ)লিমিটেড ১৯৪৭.৫৬ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে এবং মাদকদ্রব্য শুল্ক বাবদ ৬০৭৬.৬৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

উৎপাদিত পণ্যঃ		বাৎসরিক উৎপাদন	বাৎসরিক চাহিদা
ক।	১। দেশি মদ	৪০.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ	৩৪-৪০ লক্ষ প্রুফ লিটার
	২। রেকটিফাইড স্পিরিট	৮.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ	১০-১৫ লক্ষ প্রুফ লিঃ
	৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ	১০-১৫ লক্ষ প্রুফ লিঃ
	৪। ই এন এ	১.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ	০১ লক্ষ প্রুফ লিঃ
	মোট=	৫২.০০ লক্ষ প্রুফ লিঃ	৫৪-৭১ লক্ষ প্রুফ লিঃ

খ। **উৎপাদিত ফরেন লিকার :**

প্রধান কাঁচামালঃ (ডিস্টিলারিতে উৎপাদিত রেকটিফাইড স্পিরিট ও ইএনএ)
উৎপাদন ক্ষমতাঃ ৭.০০ লক্ষ প্রুফ লিটার।

ব্রান্ড এর নাম :

জিআরজিন মলটেড হুইস্কি ফাইন ব্রান্ডি ইমপেরিয়াল হুইস্কি	জরিনা ভদকা রোজা রাম ওল্ড রাম

জনবল :

করপোরেশনের সদর দপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবলের বিবরণ:

শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
প্রথম	৮২৬	৭৫৬	৭০	
দ্বিতীয়	২১০	২০৩	০৭	
তৃতীয়	৫৯৭৬	৫৮৮৪	৯২	
চতুর্থ	১৭২৬৩	১৬৮৮২	৩৮১	

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ ও লোকসান) :

- ২০১১-১২ অর্থবছরে করপোরেশনের আওতাধীন কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি. এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লি. যথাক্রমে ১৯৪৭.৫৬ লক্ষ ও ১০১.৩০ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি ঐ সময়ে যথাক্রমে ৬০৭৬.৬৩ লক্ষ ও ১৬.০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করেছে। বিএসএফআইসি'র অপর ১৪টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা সরকার কর্তৃক চিনির বিক্রয় মূল্য কম নির্ধারিত থাকায় ২০১১-২০১২ মাড়াই মৌসুমে লোকসান অব্যাহত আছে।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ৬৯০০.৫৯ লক্ষ টাকা শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

চিনি বিক্রয় কার্যক্রমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন বিএসএফআইসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহমুদউল হক ভূঁইয়া

জাতীয় অর্থনীতিতে চিনিশিল্পের অবদান :

- দেশে চিনির বাৎসরিক চাহিদা আনুমানিক ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ মেঃ টন। চিনিকলসমূহের বাৎসরিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০,৪৪০ মেঃ টন
- চিনিশিল্প থেকে দেশের চিনির চাহিদা পূরণে মূখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থের যোগানসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।

- চিনিশিল্প থেকে দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কর ও শুল্ক, লভ্যাংশ, আয়কর, ইত্যাদি বাবদ ৩১-০৬-২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৩২০১.৩৩ কোটি টাকা জমা প্রদান।
- ৫ লাখ ইক্ষুচাষি ও ১৫ হাজারের উর্ধ্বে কর্মরত জনবল এবং তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ এবং চিনিশিল্পের সাথে জড়িত ডিস্টিলারি ইউনিট, পরিবহন ব্যবসা, ইক্ষু রোপণ ও কর্তন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকসহ আরো ২০ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ মোট ৫০ লক্ষ লোক চিনিশিল্পের উপর নির্ভরশীল।

- চিনিকল এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ পাকা রাস্তা, সেমিপাকা রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রীজ, ইত্যাদি নির্মাণে প্রতি মে.টন চিনিতে ২৬৮ টাকা হিসেবে বছরে ৬/৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং ২০০১-২০০২ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- মিলে সরবরাহকৃত আখের মূল্য মিলস্ গেটে প্রতি কুইন্টাল ২৫০(দুইশত পঞ্চাশ)টাকা এবং বহিঃকেন্দ্রে প্রতি কুইন্টাল ২৪৪(দুইশত চুয়াল্লিশ)টাকা হিসেবে চাষিদেরকে প্রদান করা হয়।
- চিনিকলসমূহে ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইক্ষুচাষিগণকে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানসহ তাদেরকে তদারকি ঋণের আওতায় সার, উন্নত জাতের ইক্ষুবীজ, কীটনাশক ও নগদ অর্থ(কৃষিঋণ) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।
- এছাড়াও চিনিকলগুলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাজ করে আসছে এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন চিনি উৎপাদন, সংগ্রহকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাত করে সাধারণ ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখছে।

চিনিশিল্পকে লাভজনক শিল্পে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি :

- মেসার্স কেরু এন্ড কোং (বাঃ) লিঃ এ বর্তমানে ২টি ডিষ্টিলারি প্লান্ট চালু আছে। প্রথম ডিষ্টিলারি প্লান্টটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ প্রুফ লিটার। দ্বিতীয় ডিষ্টিলারি প্লান্টটির কিছু মডিফিকেশন ও মেরামতের পর ২০১২ সালে চালু করা হয়েছে যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ লক্ষ প্রুফ লিটার। বর্তমানে ২টি ডিষ্টিলারি প্লান্ট এর সর্বমোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৩৫ লক্ষ প্রুফ লিটারে উন্নীত হয়েছে।

- ২০১১-১২ রোপণ মৌসুমে চিনিকল এলাকায় ১,৫৯,৬৭৩ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে। আগামী ২০১২-১৩ রোপণ মৌসুমে ২,০৫,৫০০ একর জমিতে আখ চাষের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাডচিপস্ ও টিস্যুকালচারের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে অধিক পরিমাণ আখের চারা উৎপাদন এবং স্বল্পসময়ে পরিপক্ক আখ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ই-তথ্য সেবার মাধ্যমে ই-পুর্জি আখচাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ই- গেজেট বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

- ৩ নং দিলকুশাস্থ চিনিশিল্প ভবনকে আরও ৫ তলা সম্প্রসারণকরণ, ৭৬ মতিঝিলের নিজস্ব জায়গায় দ্রুত ১০ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং নির্মাণ, পুরাতন ঢাকাস্থ ৪৬ নম্বর ইমামগঞ্জ এর বহুপুরাতন ভবনের স্থলে ৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় অবস্থিত ক্রিসেন্ট অয়েল মিল (পরিত্যক্ত একটি গুদামসহ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ১.০০ একর খালি জায়গা) নামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিকল্পনা মাফিক একটি ভোজ্যতেলের কারখানা তৈরিকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (জাতীয়করণ দ্বিতীয় সংশোধনী) বলে ১লা জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ স্টীল মিল্স করপোরেশন একত্রীভূত করে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (Bangladesh Steel and Engineering Corporation, BSIC) গঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বি-রাষ্ট্রীয়করণ, বিলুপ্ত ও অন্যান্য করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের পর বর্তমানে ১৪টি প্রতিষ্ঠান বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। তন্মধ্যে ৯ (নয়)টি প্রতিষ্ঠান চালু আছে ও ৫টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। নয়টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩ (তিন)টি প্রতিষ্ঠানের ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ ও স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিকট ইস্যু করা হয়েছে।

কার্যবন্টন

করপোরেশনের সার্বিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাবলী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালক মন্ডলীর উপর ন্যাস্ত। চেয়ারম্যান ও চারজন পরিচালক সমন্বয়ে বিএসইসি পরিচালক মন্ডলী গঠিত। পরিচালক মন্ডলীর চেয়ারম্যান করপোরেশনের মুখ্য নির্বাহী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কার্য্যকরী পরিচালক হিসাবে নিজ নিজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালক মন্ডলী রয়েছে, বিএসইসি চেয়ারম্যান অথবা একজন পরিচালক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২০১১-১২ সালের কর্মকান্ডঃ

উৎপাদনঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ**			
	মটরসাইকেল	৪৩৫৫৪ টি	৪২১১১ টি	
	মিশুক (ত্রি-চক্রযান)	-	১৩ টি	
	মোট	৪৪,১৬৮.৯৬ লক্ষ টাকা	৪৫,১৭৯.৪২ লক্ষ টাকা	১০২%
২।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ**			
	এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ	৬৫০০ মেঃ টন	২২৭১ মেঃ টন	৩৫%
৩।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ**			
	ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস	৩৫০০ মেঃ টন	৩৫০২ মেঃ টন	১০০%
৪।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ**			
	ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট	৭.০০ লক্ষ পিস	৪.৩৬ লক্ষ পিস	
	সিএফএল বাল্ব	০.৩০ লক্ষ পিস	০.১১ লক্ষ পিস	
	মোটঃ	৭.৩০ লক্ষ পিস	৪.৪৭ লক্ষ পিস	৬২%
৫।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ**			
	এসইসি ওয়্যারস	৩৫৫ মেঃ টন	৩৭২ মেঃ টন	১০৫%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ**			
	ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৫,২০০.০০ লক্ষ টাকা	৪,২৬২.৭১ লক্ষ টাকা	৮২%
৭।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ**			
	সেফটি রেজর ব্লেড	৬০০.০০ লক্ষ পিস	৫৯৮.০৪ লক্ষ পিস	১০০%

৮।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ**			
	জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ	৩,২০০.০০ লক্ষ টাকা	৩,৬৪৯.৮৮ লক্ষ টাকা	১১৪%
৯।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**			
	জীপ, ট্রাক, বাস, এম্বুলেন্স ইত্যাদি	৯০০ টি	৮৪৪ টি	৯৪%
	মোট	২৯,৮৯৪.৭৯ লক্ষ টাকা	২৭,০৪৮.৩৪ লক্ষ টাকা	৯০%

বিক্রয়ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিক্রয় (স্টোরে রক্ষিত ও উৎপাদিত পণ্যসহ)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	**এটলাস বাংলাদেশ লিঃ**			
	মটরসাইকেল	৪৩৫৫৪ টি	৪১৯৬১ টি	
	মিশুক (ত্রি-চক্রযান)	-	১৮ টি	
	মোট	৪৮,৬৭৭.৯৬লক্ষ টাকা	৪৯,১২০.৪৫লক্ষ টাকা	১০১%
২।	**ন্যাশনাল টিউবস লিঃ**			
	এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ	৬,৫০০ মেঃ টন	২,৬৫৪ মেঃ টন	৪১%
৩।	**ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ**			
	ডমেষ্টিক ও পাওয়ার কেবলস	২২৯৫ মেঃ টন	৩৪৭০ মেঃ টন	১৫১%
৪।	**ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ**			
	ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট	৭.০০ লক্ষ পিস	৫.০৯ লক্ষ পিস	
	সিএফএল বাল্ব	০.৩০ লক্ষ পিস	০.০১ লক্ষ পিস	
	মোটঃ	৭.৩০ লক্ষ পিস	৫.১০ লক্ষ পিস	৭০%
৫।	**গাজী ওয়্যারস লিঃ**			
	এসইসি ওয়্যারস	৩৭৫.০০ মেঃ টন	৩৮৫ মেঃ টন	১০৩%
৬।	**জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ**			
	ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৫,৫০০.০০ লক্ষ টাকা	৪,৫৭৭.৮৫লক্ষ টাকা	৮৩%
৭।	**বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ**			
	সেফটি রেজর ব্লেড	৬০০.০০ লক্ষ পিস	৪৬২.৪২ লক্ষ পিস	৭৭%
৮।	**চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ**			
	জাহাজ মেরামত ও ইস্পাত সেতু নির্মাণ	৩,২০০.০০ লক্ষ টাকা	৩,৩৮১.৯১ লক্ষ টাকা	১০৬%
৯।	**প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**			
	জীপ, ট্রাক, বাস, এম্বুলেন্স ইত্যাদি	৯০০ টি	৭৩৫ টি	৮২%
	মোট	৩৫,৪৭৬.৪০লক্ষ টাকা	২৯,৮৩৪.১৬লক্ষ টাকা	৮৪%

ইস্টার্ন কেবলস লিঃ এ উৎপাদিত ডমেষ্টিক কেবলস

লাভ/(লোকসান)ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত লাভ/(লোকসান) (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন লাভ/(লোকসান)
১।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৪০০১.৩১	৩৭৭৪.৪৭	৩৭৭৪.৪৭
২।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	৪২২.০২	(৪৫৪.০২)	(৪৫৪.০২)
৩।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	৬৩২.৫৯	৬৭৫.৪৫	৬৭৫.৪৫
৪।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	৭.২০	(১১৭.০০)	(১১৭.০০)
৫।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	৮৬.৫৯	৩৪৪.৭১	৩৪৪.৭১
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	-১৬৬.৪৪	(৭৭০.৩৮)	(৭৭০.৩৮)
৭।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	-৪.৭৩	(২৭.৪৬)	(২৭.৪৬)
৮।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	৫০৫.৫৫	৬৪৫.৮০	৬৪৫.৮০
৯।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৩৬৭০.৭৪	৩৬৯৯.৭৮	৩৬৯৯.৭৮
	মোট	**৯১৫৪.৮৩**	**৭৭৭১.৩৫**	**৭৭৭১.৩৫**

ন্যাশনাল টিউবস্ লিঃ এ উৎপাদিত পাইপ

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত (সাময়িক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার %
১।	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৩৩৫৫২.৪১	২৫০৪২.৭২	৭৫%
২।	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	১৬৪২.০৭	৭০৪.২৭	৪৩%
৩।	ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ	২১৬০.০৮	৩১৪৯.৪২	১৪৬%
৪।	ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ	১৭৩.৫৯	১১৭.৩৬	৬৮%
৫।	গাজী ওয়্যারস লিঃ	১১৪৭.১৮	১২৯৮.৭৮	১১৩%
৬।	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	৪১৪.৫০	৩৯৮.৬১	৯৬%
৭।	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	৮৯.৬১	৯৬.৪৫	১০৮%
৮।	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ	৮৯৪.০২	১৯৯.৯৩	২২%
৯।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	১৬০৯৯.৯১	১৬২০৩.১৮	১০১%
	মোট	**৫৬১৭৩.৩৭**	**৪৭২১০.৭২**	৮৪%

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ

১) প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর কারখানায় আধুনিক পাজেরো স্পোর্ট জীপ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে ২৫৬টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে ২০৯টি বিক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য র‌্যাংগস থেকে ১০০ টি গাড়ীর চাহিদাপত্রের বিপরীতে ৪৫টি গাড়ী নগদমূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে গাড়ী সংযোজনের কাজ অব্যাহত আছে।
২) সিডান কার দেশে স্থানীয়ভাবে তৈরীর লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সংযোজনের নিমিত্ত মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশনের সাথে গত ০৯-০২-২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ উপযোগী ও জনসাধারনের ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটি মডেল নির্ধারণের কাজ চলছে।
৩) বিএসইসি'র মালিকানাধীন চট্রগ্রামের আগ্রাবাদস্থ জমিতে প্রগতির ওয়ার্কশপ কাম শো-রুম কাম অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে উপদেষ্টা নিয়োগপূর্বক ভবনের ষ্ট্রাকচারাল, আর্কিটেকচারাল, প্রাক্কলন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চওক) অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
৪) চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ কর্তৃক সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের লক্ষ্যে Public Private Partnership (PPP) ভিত্তিতে পৃথক সুবিধাদি নির্মাণ/স্থাপন এবং একই সঙ্গে সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামতের জন্য বিদ্যমান সুবিধাদি সংস্কার/নবায়ন ও সুষমকরণ (BMRE) প্রস্তাবের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রাক্কলন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী এবং বেসরকারী উদ্যোক্তা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে একক উৎস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান IIFC এর সহিত কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনক্রমে গত ২৫-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে IIFC এর দেশী/বিদেশী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল সিডিডিএল পরিদর্শনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করেছেন।
৫) ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ এর কারখানায় এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) ও টি-৮ (২৮মিঃমিঃ) ডায়া টিউব লাইট উৎপাদন করছে এবং বাজারজাত হচ্ছে।

ইস্পাত ও প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত সারঃ

ক্র: নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	উৎপাদিত পণ্য ও ব্যবস্থাপনা	বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা
১)	ইস্টার্ন টিউবস লিঃ ৩৭৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২১৫।	(ক) ৪'-৪০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (খ) ২'-২০ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট (গ) সিএফএল বাল্ব (ঘ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিডিএস-ওউঈ ৬০,০৮১:২০০৬ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রস্তুত করা হয় এবং ওঝঙ ৯০০১:২০০০ অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে বিপণন করা হয়।	৫০০০০০-৭০০০০০ পিচ
২)	বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ ২৬৫, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) স্টেইনলেস স্টীল রেজর ব্লেড (সোর্ড ব্রান্ড) (খ) বৃটিশ কারিগরী সহায়তায় নির্মিত এই কারাখানায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উইলকিনস্ সোর্ড ব্লেড এর অনুরূপ মান সম্পন্ন স্টেইনলেস রেজর ব্লেড উৎপাদন করা হয়। বিডিএস-২১৯ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারসহ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিপণন করা হয়।	৫০০ লক্ষ-৬০০ লক্ষ পিচ
৩)	এটলাস বাংলাদেশ লিঃ ২৬৫-৬৭, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন হোন্ডা মটর সাইকেল (খ) মিশুক ব্রান্ডের থ্রি হুইলার (গ) হোন্ডা মটর কোম্পানী জাপান এর কারিগরী সহায়তায় আন্তর্জাতিক গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৪০০০০-৪৫০০০ টি
৪)	ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ১৩১-১৪২, টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।	(ক) এমএস/জিআই/এপিআই পাইপ (খ) উৎপাদিত পণ্য বিএস-১৩৮৭, বিডিএস-১০৩১ ও এপিআই ৫খ-এঁধফব ই, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পাইপ উৎপাদন করা হয় এবং সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০২:২০০০ অনুসারে গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিপণন করা হয়।	১০০০০-১২০০০ মেট্রিক টন
৫)	গাজী ওয়্যারস লিঃ ২৮, এফআইডিসি রোড, কালুরঘাট, চট্রগ্রাম।	(ক) সুপার এনামেল কপার ওয়্যার (ঝডএ-১১ থেকে ৪৬ সাইজ)। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিএসএস-৪৫১৬, স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে বিভিন্ন সাইজের সুপার এনামেল কপার ওয়্যার এবং হার্ডন বেয়ার কপার ওয়্যার ও অ্যানিল্ড কপার ওয়্যার সকল পর্যায়ে আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে বিপণন করা হয়।	৩৫০-৪৫০ মেট্রিক টন

৬)	ইস্টার্ন কেবলস লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ইলেকট্রিক কেবলস্ All Aluminum conductors All Aluminum conductors (Insulated) All Aluminum conductors Steel Reinforced. (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ ব্রিটিশ ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড, বিএস-৬০০৪, ১৯৭৫ এবং বিডিএস-৯০০:১৯৭৯, বিডিএস-১০৩৬ এবং ১০৩৭:১৯৮৩ এবং এ.এস.টি.এম-বি-২৩২-৭৪ অনুসারে গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং তালিকাভূক্ত ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়। এছাড়া রপ্তানিও করা হয়।	৩০০০-৩৫০০ মেট্রিক টন
৭)	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ফিনলে হাউজ (২য় তলা) ১১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	(ক) বিভিন্ন ধরণের মটরযান (ট্রাক, মিনিবাস, কার, জীপ, মিৎসুবিসি পাজেরো ইত্যাদি) (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ জাপানের কারিগরী সহায়তায় এবং আইএসও অনুসারে পণ্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বিপণন করা হয়।	৮০০-১০০০ ইউনিট
৮)	চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পোস্ট বক্স -বন্দর নং-২০০৭ পূর্ব পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিভিন্ন ধরণের জাহাজ মেরামত। আইএসও- এর গুনগত মানের সেবা প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক জাহাজ মেরামত কাজের লয়েড্স অফ সিপিং এর মান অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়।	২৫০০-৩০০০ লক্ষ টাকা
৯)	জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	(ক) ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকরণ। আইএসও ৯০০১:২০০০ অনুসারে গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। (খ) উৎপাদিত পণ্যসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে বাজারে বিপণন করা হয়।	৪০০০.০০-৪৫০০.০০ লক্ষ টাকার ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি।

ইস্টার্ন টিউবস লিঃ এ টিউব সিলিং অপারেশন

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সংযোজিত পাজোর CR-45

এবিএল’’ এ সংযোজিত মোটর সাইকেল

ভূমিকা

বাংলাদেশ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে নিরলস ভাবে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) কাজ করে যাচ্ছে। বিসিক সারা দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রকার সেবা-সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালায় বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প-কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে এ নীতির অন্তর্নিহীত উদ্দেশ্য। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি)তে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে অবদানের হার ছিল ৫.২৬ শতাংশ। জিডিপিতে অবদানের ক্ষেত্রে তা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ০.০৪ শতাংশ বেশী। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সম্ভবনাময় খাত। এ খাত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে ভূমিকা পালনসহ রফতানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এর প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পটভূমি

বর্তমানে বিসিক তৎকালীন ইপসিক এর উত্তরসূরী ; যা ১৯৫৭ সালে এক সংসদীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসিক দেশের বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের সেবা-সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিসিক দেশব্যাপী বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মূখ্য প্রতিষ্ঠান।

মূল উদ্দেশ্য

- শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নের অবদান রাখা;
- কর্মসংসহান সৃষ্টি ;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বিসিক আয়োজিত 'রূপকল্প ২০২১ : সম্ভাবনা এবং করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠককে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। পাশে এম এ মান্নান, এমপি, পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ এবং বিসিক চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম।

কার্যবন্টন

বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেবা-সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বিসিকের ১) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, ২) প্রকল্প, ৩) বিপণন, ৪) প্রযুক্তি, ৫) অর্থ, ৬) পুরকৌশল, ৭) প্রশাসন এবং ৮) এমআইএস বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় স্থাপিত ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিসিকের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিসিক প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত নকশা কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নেও বিসিক কাজ করছে। এর বাইরে দেশব্যাপী বিসিকের বাস্তবায়িত ৭৪ শিল্প নগরী হয়েছে। বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তা হলো:

ক) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম; এবং
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

ক) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম :

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন ;
- উন্নত রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত শিল্প নগরী স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্লট প্রদান ;
- নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান ;
- প্রকল্প প্রোফাইল প্রণয়ন ও প্রকল্প মূল্যায়ন ;
- শিল্প ইউনিট স্থাপন, পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি আহরণ ও স্থানান্তরকরণ ;
- পণ্যের নকশা-নমুনা উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিতরণ;
- শিল্প সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমীক্ষা, জরিপ ইত্যাদি পরিচালনা ; এবং
- শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগোত্তর পরামর্শ প্রদান।

খ) নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;
- কর , শুল্ক ইত্যাদি সুবিধার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান ;
- শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে প্রাধিকার নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান ।

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

ক) শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আগ্রহী সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করা বা উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা বিসিকের একটি অন্যতম কাজ। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিসিক দেশব্যাপী ক্ষুদ্র শিল্পে ৪০৬০ ও কুটির শিল্প খাতে ১০৭৮১ জন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিসিক উক্ত খাতে উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা সহায়তা প্রদান করে আসছে।

খ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদেরকে প্রক্ষিণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা ও তাদের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতার মানোন্নয়ন। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত বিসিকের ১৫টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, জেলা পর্যায়ে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৯৭৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের শিল্প খাতের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিসিকের উক্ত কর্মকান্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

গ) প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন

প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয়, উৎপাদন ক্ষমতা, কারিগরি, আর্থিক ও বিপণন দিক বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে। বিসিক ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৪৮১টি প্রোফাইল প্রণয়ন করছে। আগ্রহী উদ্যোক্তগণ বিসিকের বিভাগীয় পর্যায়ের আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা পর্যায়ের শিল্প সহায়ক কেন্দ্রসমূহে এবং বিসিক প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিভাগের পরামর্শ কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়ে থাকেন।

ঘ) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকের নিকট হতে বিনিয়োগ মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্তে অথবা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব অর্থায়নে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সুনিদিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে যথাক্রমে ২১৭৭ ও ৫৮০৮টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ঙ) শিল্প ইউনিট/প্রকল্প নিবন্ধিকরণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিসিকের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধা/আর্থিক রেয়াত পেতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিসিকের নিকট নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে নিবন্ধিত হতে হয়। বিসিক কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৬৭৪টি ক্ষুদ্র এবং ১০২২টি কুটির শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে।

চ) ঋণ ব্যবস্থাকরণ

বিসিকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূরি এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে নতুন ও বিদ্যমান ১৮৮৩টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৫০৪৬টি কুটির শিল্প ইউনিটে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাকরণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে বিসিকের পরামর্শ ও সহায়তায় উদ্যোক্তাগণ ৯৭৭টি ক্ষুদ্র এবং ১৬৯১টি কুটির শিল্পে নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগ করেছেন।

ছ) কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিসিক ৬৩টি কারিগরি তথ্য সংগ্রহ এবং ৯৮১টি বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জ) নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ

বিসিক নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উদ্যোক্তাদের চাহিদার আলোকে নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করে তা উদ্যোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫০৯টি নকশা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২২৫৩টি নকশা ও নমুনা উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ঝ) বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন

শিল্পোদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কোন পণ্য বা পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত বিপণন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ে থাকে। বিপণন সমীক্ষা আওতায় পণ্যসমূহের বিপণন সংক্রান্ত তথ্য, পণ্যের মূল্য, চাহিদা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসমূহের তথ্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমীক্ষার মাধ্যমে পণ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপন করা সম্ভব হয়ে থাকে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ৩৪৭টি বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঞ) ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন এবং মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর পরিচিতি এবং বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। একই সময়ে বিসিক ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৭টি মেলার আয়োজন ও ১০টি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

ট) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিসিক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে প্রায় ১০১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে এ সময়ে ৬০,৮৬৯ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বিসিক ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪১৯-এর স্টল পরিদর্শন করছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের
প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। পাশে মাননীয় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন।

বিসিক ও বাংলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪১৯-এর স্টল
পরিদর্শন ও পণ্যসামগ্রী ক্রয় করছেন বিদেশি ক্রেতা।

বিসিক শিল্প নগরীসমূহে ৩৮ হাজার ২০৩ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষে বিসিক বিগত ষাটের দশক থেকে দেশব্যাপী শিল্প নগরী স্থাপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ফলে উদ্যোক্তগণ উন্নত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রাপ্তির মাধ্যমে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। এতে করে উক্ত খাতের বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। বিসিক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত মোট ৭৪ টি শিল্প নগরী বাস্তবায়ন করেছে। এসব শিল্প নগরীতে মোট ১০৩৪৭ টি শিল্প প্লট রয়েছে। তন্মধ্যে জুন ২০১২ পর্যন্ত ৫৬৮৫ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯৭৪৭ টি প্লট শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ সব শিল্প প্লটে ইতোমধ্যে ৪২৮৬টি শিল্প - কারখানা স্থাপিত হয়েছে। শিল্প নগরীগুলোতে জুন ২০১২ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৭৭১ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া ২০১০-১২ অর্থবছরে এসব শিল্প নগরীর শিল্প-কারখানায় মোট ৩৮ হাজার ২০৩ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরণের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে। এর মাঝে ১৮ হাজার ৭৬১ কোটি টাকার পণ্য ছিল রফতানিযোগ্য একই সময়ে শিল্প নগরী শিল্প ইউনিটগুলো হতে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রায় ২ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনরত ৪০১৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৭৯০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ রফতানিমুখী পণ্য উৎপাদন করছে। বিনিয়োগ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিল্প নগরীসমূহের এই অবদান আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শিল্প নগরীসমূহে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	চালু ইউনিট সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভুত মোট বিনিয়োগ	উৎপাদন মূল্য		সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব	কর্মসংস্থান (লক্ষ জন)
			মোট	রফতানিযেগ্য		
২০১০-২০১১	৩৭৬৭	১৪৭৯০	২৯০২৮	১৬৬৬০	১৯০৯	৪.৪৫
২০১১-২০১২	৪০১৯	১৫৭৭১	৩২২০৩	১৮৭৬১	২৫৫৬	৪.৫৬
বৃদ্ধি	২৫২	৯২১	৩১৭৫	২১০১	৬৫০	০.১১

শিল্প নগরীগুলোর মধ্যে বিশেষায়িত শিল্প নগরী যেমন-জামদানি, হোসিয়ারি ও ইলেক্ট্রনিক্স কমপেক্স রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আরো কয়েকটি শিল্পপার্ক/শিল্প নগরী বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়ানাধীন এবং বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো হলো : এপিআই শিল্প পার্ক, গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই, বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা শিল্প নগরী-২, বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কুমারখালি, কুষ্টিয়া, বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা, শ্রীমঙ্গাল শিল্প নগরী, ভৈরব শিল্প নগরী, বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি, গার্মেন্টস শিল্প পার্ক এবং বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা এবং জিডিপিতে অবদান

ক্র:নং	শিল্প খাত ও অবদান	সাফল্য
১.	ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত)	৯৮৭৫০ টি
২.	কুটির শিল্পের সংখ্যা (জুন ২০১২ পর্যন্ত)	৬,৪৫৯০১টি
৩.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত কর্মসংস্থান (জুন ২০১২ পর্যন্ত)	৩৩.৯৮ জন
৪.	জিডিপিতে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	১৯.০১%
৫.	জিডিপিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান*	৫.২৬%
৬.	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার*	৭.১৮%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার	৬.৩২%

- **সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিক্ষা ২০১১**

জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান

ক্র: নং	অবদানের বিষয়	সাফল্য
১.	উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪০১৯টি
২.	রফতানিমুখী শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৭৯০টি
৩.	স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহে মোট বিনিয়োগ (জুন ২০১২ পর্যন্ত)	১৫৭৭১.২৪ কোটি টাকা
৪.	শিল্প ইউনিটসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (২০১১-২০১২)	৩২২০২.৬০ কোটি টাকা
৫.	বার্ষিক রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন (২০১১-২০১২)	১,৮৭৬০.৬৯ কোটি টাকা
৬.	কর্মসংস্থান (জুন ২০১২ পর্যন্ত)	৪.৫৬ লক্ষ
৭.	সরকারকে প্রদত্ত শুল্ক, কর, ভ্যাট ইত্যাদি (২০১১-১২)	২৫৫৫.৯৭ কোটি টাকা

১১ লক্ষ ৬৯ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর মধ্যে লবণ অন্যতম। লবণের কোন বিকল্প নেই। তাই দেশকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও চাহিদা অনুযায়ী লবণের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লবণ শিল্পের বিকাশ জরুরি। বিসিকের সহায়তায় ১৯৬১ সাল থেকে দেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকায় সৌর পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় । অদ্যবধি বিসিক সরকারের একমাত্র মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়ে লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম এলকায় ১২টি লবণ কেন্দ্র এবং ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং ও লবণের গুণগতমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। স্থাপিত ৪টি প্রশিক্ষণ-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকার লবণ চাষিকে সাদা লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে লবণ উৎপাদন তথা লবণের গুনগতমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর হতে মধ্য মে মাস পর্যন্ত সময়ে সৌর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘকাল যাবৎ লবণ উৎপাদিত হয়ে আসছে। বিসিক দেশে বিকল্প লবণ উৎপাদন এলাকা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে উপকূলীয় এলাকার পাশাপাশি খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলেও লবণ উৎপাদনে কাজ করে আসছে। এর ফলে গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে লবণ উৎপাদন মৌসুমে ১৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দেশে মোট ১১.৬৯ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অর্জিত সাফল্যের হার ৮১ শতাংশ বিসিক উদ্ভাবিত পলিথিন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত লবণের বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় এবং পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন সনাতন পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী হওয়ায় প্রতি বছর পলিথিন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহে অগ্রগতি

দেশের জাতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বিসিক দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় মোট (প্র:সা:)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ মোট (প্র:সা:)	অবমুক্ত অর্থ মোট (প্র:সা:)	ব্যয় মোট (প্র:সা:)	অগ্রগতির হার
১.	চামড়া শিল্প নগরী-ঢাকা (জানুয়ারী ২০০৩- জুন ২০১২)	৫৪৫৩৬.০০	৮৮২.০০	২৫৯৯.০০	৮৪৬.২৭	৯৬%
২	এপিআই শিল্প পার্ক (জানুয়ারী ২০০৩-ডিসেম্বর ২০১১)	২৩৩৫০.০০	২৬০০.০০	২৬০০.০০	২৪৮৪.০০	৯৬%
৩	বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর(জুলাই ২০০৯-জুন ২০১২)	১৩৬.৩২	৯০.০০	৬৭.৫০	৬৬.৯৮	৭৪%
৪	গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩)	৭৪৩০.০০	৪৫৫৩.০০	৪৫৫৩.০০	৪৫৩১.২২	১০০%
৫	বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩)	২৪৯৫.০০	১৮৪.০০	১৮৪.০০	১৭৮.৮৭	৯৭%
৬	সতরঞ্চি শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র, রংপুর(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩)	৩৮৭.৩০	১০৬.০০	১০৬.০০	৯৬.৯০	৯১%
৭	কুমিল্লা শিল্প নগরী-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩)	৩১৬০.০০	৪.০০	১৮৯.৭৫	৩.২১	৮৩%
৮	স্পেশাল ইকোনোমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালী, কুষ্টিয়া (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩)	৮২০.০০	৫.০০	৯১.০০	৪.৭৫	৯৫%
৯	বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ(জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪)	৩৭৮৯২.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৮২৩৩.৬৬	৯৭%
১০	সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতিপূরণ (জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬)	৭১০০.০০ (২৪৯২.৩৪)	৭৬০.০০ (২১৫.০০)	৭৬০.০০ (২১৫.০০)	৭৬০.০০ (২১৫.০০)	১০০%
১১	বিসিক শিল্প নগরী বরগুনা (জুলাই২০১১-জুন ২০১৪)	৭০৮.০০	২০.০০	১৫.০০	১২.৬০	৬৩%
মোট		১৩৮০১৪.৬২ (৪২১৬২.৩৪)	১৫২০৪.০০ (২১৫.০০)	১৭১৬৫.২৫ (২১৫.০০)	১৪৮১৮.৪৬ (২১৫.০০)	৯৭.৪৬%

পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরী

রাজধানীর হাজারিবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলাধীন কান্দিবৈলারপুর, চন্দ্রনারায়নপুর ও চরআলগী মৌজায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে ৫৪৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০ একর জমিতে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বিসিক কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে চামড়া শিল্প নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন ও বিদ্যুৎ লাইন, পানি সররাহ লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় পানি শোধনাগার স্থাপন ও সরবরাহের কাজ আরডিএ বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। শিল্প নগরীতে ২০৫টি শিল্প প্লট তৈরি করা হয়েছে এবং ১৫৫ টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫৩টি ইউনিটকে বরাদ্দপত্র প্রদান করা হয়েছে। শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং হাজারিবাগের ট্যানারীসমূহ স্থানান্তরের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধে তা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এখানে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

এপিআই শিল্পপার্ক

ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশসম্মত স্থানে আনুসঙ্গিক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং আমদানি নির্ভর ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সাধনের উদ্দেশ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ২০০ একর জমিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দেশের অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্স (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হচ্ছে। এটি দেশে এধরণের প্রথম বিশেষায়িত শিল্প পার্ক। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের পর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৩৩৫০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত শিল্প পার্কে ৪২ টি উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে কাঁচামাল উৎপাদনের ৪২ টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে এবং ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত ওষুধ শিল্প-কারখানায় উৎপাদন কাজ চলছে।

গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ

শিল্পোদ্যোক্তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক গোপালগঞ্জ শিল্প নগরী সম্প্রসারণ প্রকল্পটি মোট ৭৪৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মোট ৫০ একর জমি জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিল্প নগরীর মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৩৭৭টি শিল্প প্লটে ২৫০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা স্থাপনে অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই শীর্ষক প্রকল্পটি ১৫.৩২ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে ভূমি উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। উক্ত শিল্প নগরীতে উন্নত ৮৮টি শিল্প প্লটে ৮৮ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর

নিশবেতগঞ্জ ও রাধাকৃষ্ণপুর, রংপুর এলাকার ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্চি শিল্প কর্মে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উক্ত শিল্পের উন্নয়নে ৩৮৭.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন রংপুর শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পে আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকার উদ্যোক্তাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে এ কারুশিল্পের সাথে জড়িতদের পণ্য সামগ্রির উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদন-কাম-প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৬৬০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সহায়তা প্রদানের জন্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হবে।

বেনারসি পল্লী উন্নয়ন, রংপুর

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপ-জেলাধীন হাবুপল্লী এলাকায় বেনারসি শিল্পের উন্নয়নে ১৩৬.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বেনারসি পল্লী উন্নয়ন, রংপুর শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০৮০ জন বেনারশী তাঁতির দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২

কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় কুমিল্লা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ-২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০ একর জমিতে শিল্প নগরীটি স্থাপিত হবে। এতে ১৬২টি শিল্প প্লটে ১০০টি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ৫০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ

দেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিতকরণ এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ৪০০ একর আয়তন বিশিষ্ট বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মোট ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০১৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৮০১টি শিল্প প্লট তৈরি হবে। এসব শিল্প প্লটে ৫৭০টি রফতানিমুখী, আমদানি বিকল্প এবং দেশজ শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যনে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এসব শিল্প কারখানায় প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন কুমারখালি, কুষ্টিয়া

টেক্সটাইল খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। মোট ১০ একর জমিতে ৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এখানে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫ টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ

সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিসিক ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের লবণ মিল মালিকদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মোট ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণপ্রকল্পের (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফের সহায়তায় ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ২৬৭ টি সল্ট আয়োডাইজেশন প্লান্ট (এসআইপি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার হার ছিল ৬৮.৯৪ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩৩.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে দেশের ৮৪ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ব্যবহার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ লবণে পরিমিত পরিমাণ আয়োডিন মিশ্রণ এবং ১০০ শতাংশ পরিবারকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহারের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা

বরগুনা জেলা সদরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। মোট ১০.২১ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতে ৬১ টি শিল্প প্লটে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২২০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের নতুন প্রকল্প

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের বিকাশ ও উন্নয়নে বিসিক তার সরাদেশব্যাপী বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে চলমান সেবা-সহায়তা কার্যক্রমকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তদুপরি আগামীতে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্পে ডিপিপি তৈরি করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পসমূহ হচ্ছে : ভৈরব শিল্প নগরী, বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি, গার্মেন্টস শিল্পপার্ক, বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট,বিসিক অটোমোবাইল এস্টেট, পাবনা শিল্প নগরী সম্প্রসারণ, বিসিক মুদ্রণ শিল্প এস্টেট, রাউজান শিল্প নগরী এবং বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের মধ্যে শ্রীমঙ্গল শিল্প নগরী, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মৌ-চাষ উন্নয়ন প্রকল্প ইতোমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক ও জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারিকৃত অধ্যাদেশ ৩৭ (The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 37 of 1985) এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরী (CTL) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণিবিন্যাস পরিদপ্তরটিও (Department of Agricultural Grading and Marketing) বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়।

বিএসটিআই'র দায়িত্ব

দেশের উৎপাদিত ভোগ্য ও খাদ্যপণ্যের মান নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিএসটিআই একমাত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ঃ

ক) প্রণীত মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেশন প্রদান।

খ) দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত শিল্পপণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র এবং প্রকৌশল পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন।

গ) ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী'তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরী, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা ও সঠিকতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন ও ভেরিফিকেশন কাজ করা।

ঘ) Management System Certification কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

সুষ্ঠুভাবে এ সকল কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির যোগ্য করে তোলা বিএসটিআই'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তুলতে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে।

বিএসটিআই কাউন্সিল

দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর আওতায় গঠিত বিএসটিআই কাউন্সিল সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি। অধ্যাদেশের সর্বশেষ সংশোধনী ২০০৩ অনুযায়ী বর্তমানে কাউন্সিলে মোট সদস্য সংখ্যা ৩৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত কাউন্সিল কমিটির সভাপতি ও শিল্প সচিব উক্ত কমিটির সহ-সভাপতি। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক পদাধিকার বলে কাউন্সিল কমিটির সদস্য-সচিব। গত ০৫-০৪-২০১২ তারিখ মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ও বিএসটিআই কাউন্সিলের সভাপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিএসটিআই কাউন্সিলের ২৭ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএসটিআই কাউন্সিলের ২৭ তম সভা

বিএসটিআই পরিচালনায় ব্যবহৃত অধ্যাদেশ, আইন ও বিধিসমূহ নিম্নরূপঃ

১। The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985);
২। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No. XI of 1988);
৩। The Bangladesh Standards and Testing Institution (Amendment) Act, 2003;
৪। The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982);
৫। The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act, 2001;
৬। The Bangladesh Standards of Weights and Measures Rules, 1982;
৭। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৯;
৮। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন প্রবিধানমালা, ১৯৮৯;
৯। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী (অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০০২
১০। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালার (সংশোধিত) তফসিল, ২০০৫;
১১। The Bangladesh Standards of Weights and Measures (Amendment) Rules, 2006;
১২। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ ও
১৩। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন) প্রবিধানমালা, ২০০৯।

বিএসটিআই'র জনবল

বিএসটিআই'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে মোট জনবল ৫৯৩। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মোট জনবলের শ্রেণি বিন্যাস নিম্নরূপঃ

জনবলের শ্রেণি বিন্যাসঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্য পদ
প্রথম	১৬০	১১০ জন	৫০
দ্বিতীয়	২০০	১১২ জন	৮৮
তৃতীয়	১৫৯	১১৫ জন	৪৪
চতুর্থ	৭৪	৬৫ জন	০৯
মোট	৫৯৩	৪০২ জন	১৯১

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভীপ্সা ও উদ্যোগে বিএসটিআইকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করতে প্রথম পর্যায়ে ১১৩টি এবং ২য় পর্যায়ে ১৫ টিসহ মোট ১২৮ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। নবসৃষ্ট পদসহ সকল শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন এবং ২০১২ সালে ৪৮ জন সহ মোট ১৩৫ জন কে নিয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া বিএসটিআই এর Management System Certification সেলকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিএসটিআই কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সেলের জন্য নতুনভাবে ২১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ২০/০৫/২০১২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিএসটিআই'র এমএসসি সেলের জন্য ০৮(আট)টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মঞ্জুরী আদেশ অনুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ মঞ্জুরীকৃত পদের বেতনক্রম সহ অনুমোদনে সম্মতি দিয়েছে।

বিএসটিআই’র বাজেট

নিয়মিত সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যয় বিবেচনা করে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্থার বাজেট প্রণীত হয়। প্রণীত বাজেট অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বিএসটিআই এর বাজেট সরকারী অনুদান নির্ভর ছিল। কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করার প্রেক্ষিতে বিগত ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর থেকে নিজস্ব আয় দ্বারা বাজেটে বর্ণিত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৫-০৪-২০১২ তারিখ মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ও বিএসটিআই কাউন্সিলের সভাপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই কাউন্সিলের ২৭ তম সভায় বিএসটিআই’র ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের জন্য সংশোধিত বাজেট ৳ ৩৫,৮২,৮১,০০০.০০ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য ৳ ৩১,৭৯,৩৫,০০০.০০ এর বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বিগত ৩(তিন) বছরে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	সরকারি অনুদান	বিবেচ্য অর্থবৎসরে প্রতিষ্ঠানের আয়	ব্যয় অংক টাকায়	উদ্বৃত্ত/ঘাটতি অংক টাকায়
২০০৯-২০১০	নাই	২৯,১২,৪৪,০৮২.০০	২১,৭৮,২৬,৭৮৮.০০	+৭,৩৪,১৭,২৯৪.০০
২০১০-২০১১	নাই	৩০,৫৯,১৯,১৭৫.০০	২৩,৪৩,৩৯,৬৯১.০০	+৭,১৫,৭৯,৪৮৪.০০
২০১১-২০১২	নাই	২৮,৬১,৯৪,৭০৩.০০	৩৫,৩১,৪০,৬৬০.০০	- ৬,৬৯,৪৫,৯৫৭.০০

উইং ভিত্তিক কার্যক্রম

বিএসটিআই’র কার্যক্রম মান, পদার্থ পরীক্ষণ, রসায়ন পরীক্ষণ, সার্টিফিকেশন মার্কস, মেট্রোলজী ও প্রশাসন উইংসহ ৬টি উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ব্যতীত চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সমগ্র দেশে বিএসটিআই এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক) মান উইং

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানের নিরিখে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান এবং আমদানি -রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষি ও খাদ্য, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, রসায়ন ও পুর ও যন্ত্রকৌশল এ পাঁচটি বিভাগের মাধ্যমে এ উইং পণ্যের জাতীয় মান ধার্য্য করে। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৪৪১ টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে তন্মধ্যে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানও বাংলাদেশ মান হিসেবে এডপ্ট করা রয়েছে। ৬টি বিভাগীয় কমিটি এবং তাদের অধীনে ৭১ টি শাখা কমিটি/কারিগরি কমিটি জাতীয় মান প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

নিম্নে বিগত তিনটি অর্থ বছরে মান উইং এর কৃষি ও খাদ্য, রসায়ন, পাট ও বস্ত্র, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স এবং প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত মান প্রণয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেয়া হলোঃ

মান প্রণয়ন কার্যক্রমঃ

বিভাগের নাম	প্রণীত মানের সংখ্যা		
	২০১১-২০১২	**২০১০-২০১১**	**২০০৯-২০১০**
শাখা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত	১৬৭	১৫৯	২১৮
বিভাগীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত	১১৬	২০৫	২৩১

সারা বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতি বছরের মত বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ বিশ্ব মান দিবসে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া উক্ত সভায়প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ঢাকা-১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মান দিবস-২০১১ উদ্যাপন

খ) পদার্থ পরীক্ষণ উইং

পদার্থ পরীক্ষণ উইং (১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ (২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং (৩) টেক্সটাইল বিভাগ নিয়ে গঠিত। অত্র উইং এর অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন) টি পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে।

১) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীনে সিমেন্ট টেষ্টিং ল্যাব, ব্রিক টেষ্টিং ল্যাব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও কনডম টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে সিমেন্ট, ব্রিক, এম এস রড, এ্যাঙ্গেল, প্লেট, কাষ্ট আয়রন পাইপ, বাইসাইকেল রিম,কনডম, টাইলস, সেনিটারী ফিটিংস, পিভিসি পাইপ, সেফটি রেজার বেস্লড, বল পয়েন্ট, ষ্টিল ট্র্যাংক, বুট, পেপার, সিজিএস সিট, হেলমেট, কনভেয়র বেল্ট,জিপি সিট, সিরামিক টেবিল ওয়ার ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

২) ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে ইলেকট্রিক্যাল এবং ক্যাবল টেষ্টিং ল্যাব, ফ্যান টেষ্টিং ল্যাব, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল এনার্জি মিটার টেষ্টিং ল্যাব, লাইটিং Products টেষ্টিং ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে পিভিসি ইন্সুলেটেড ক্যাবল, ফ্লেক্সিবল কর্ড, পাওয়ার ক্যাবলস এনামেল রাউন্ড কপার ওয়ার, সুইচ, সকেট,ইউপিএস, আইপিএস, ট্রান্সফরমার, ফ্যান রেগুলেটর, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল মিটার, টিউব লাইট, সিএফএল, ইনক্যানডেসেন্ট ল্যাম্প, ব্যালাষ্ট, এলএএস ব্যাটারী, ওয়াচ ব্যাটারী, সার্কিট ব্রেকার, মিটার বক্স ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩) টেক্সটাইল বিভাগের অধীনে টেক্সটাইল মেকানিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল কেমিক্যাল ল্যাব রয়েছে এবং এ সকল ল্যাবে কটন সুতা, পলিয়েষ্টার সুতা, পলিয়েষ্টার ব্লেন্ড সাটিং, পলিয়েষ্টার ব্লেন্ড সুটিং, কাপড়ে রং এর স্থায়ীত্ব কটন ক্যানভাস, পপলিন কাপড়, গার্মেন্টস পণ্য, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার আমদানিকৃত বস্ত্র ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়।

বিগত ২(দুই)টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে পদার্থ পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১।	ইলেকট্রিক মিটার পরীক্ষণের সংখ্যা	৬,৫২,৪০০টি	৬,৩০,৫০০ টি	৯১৫৯৫০
২।	সিএম এর আওতাভূক্ত বাধ্যতামূলক পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল এবং টেক্সটাইল পণ্য	৪৬৩২টি	৭৮৩৩ টি	৭১৭৭
৩।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	২৯৭.০৭	৩১১.৩০	৪০৪.৪০

গ) রসায়ন পরীক্ষণ উইং

রসায়ন পরীক্ষণ উইং (১) রসায়ন বিভাগ (২) ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগ নিয়ে গঠিত। এর আওতায় চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন)টি রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাব রয়েছে। উক্ত ল্যাবগুলোতে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও আমদানিকৃত / রপ্তানীযোগ্য পণ্যের (জৈব / অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য) রাসায়নিক পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করা হয়।

রসায়ন বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Cement and Building materials Lab, Organic and inorganic materials Lab, Petroleum and Petroleum products Lab, Cosmetics Products Lab, GC-MS Lab, A A S Lab, H P L C Lab ইত্যাদি। এ সকল ল্যাবের মধ্যে GC-MS, A A S, H P L C যন্ত্রের মাধ্যমে Dairy products-Gi Melamine ,খাদ্য পণ্যের Trace elements, পানির Trace elements, Vitamins – Minerals এবং খাদ্য পণ্যের Colour ,Preservatives ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করা হয়।

ফুড ও ব্যাকটেরিওলজী বিভাগের অধীনে যে সকল ল্যাব রয়েছে তা হলো - Procssed Fruits Lab, Bakery Lab, Water Lab, Microbiology Lab, Oils & Fat Lab, Dairy Products Lab, Cereal-pulses Lab| এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে Cereal and Bakery product, Fruits and Fruit products, Dairy and Dairy products, Drinking Water and Beverages, Edible Oil and Fats products, Spices and Condiments, Sugar and Sugar products ইত্যাদি পণ্যসমূহ পরীক্ষা করা হয়।

বিগত ২(দুই)টি অর্থ বছরে এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবে সম্পাদিত পরীক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পরীক্ষিত নমুনার বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১।	খাদ্যপণ্য, জৈব পণ্য ও অজৈব পণ্য	**১০১১৩ টি**	১২৮০৫ টি	১২৭৬০
২।	রাজস্ব আয় টাকা (লক্ষ টাকায়)	২৭৪.৮২	৩৮৬.৩৫	৩৯০.৪১

ঘ) সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) উইং

সার্টিফিকেশন মার্কস কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণগত মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদানও এ উইং এর দায়িত্ব। স্বেচ্ছা ও বাধ্যতামূলক উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গেজেটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৫৩টি পণ্যকে (৫৯টি খাদ্য পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য) বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্কস এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে বিএসটিআই থেকে এ সকল পণ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে গুণগতমান সনদ গ্রহণ ছাড়া বাজারজাত করা আইনতঃ দন্ডনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিগত ২টি এবং সদ্য সমাপ্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সিএম উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পরিসংখ্যানঃ

পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ (সিএম) কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১।	নতুন লাইসেন্স প্রদানের সংখ্যা	১৪৫১	১৭২৫	১৬৩৮
২।	লাইসেন্স নবায়নের সংখ্যা	১২৯২	১৪১৪	১৪০৪
৩।	আবেদন (লাইসেন্সের জন্য) প্রত্যাখ্যানের সংখ্যা	৪৯০	৫০৫	৭৭৯
৪।	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	২০০৩.৯৪	১৯৮৮.৩৫৩২৮	১৬৬৭.৩৯

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রমঃ

১।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা	১৫১৩	১২৯১	১৩০৪
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮২২	১৭০২	১৫৫৭
৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (মোবাইল কোর্ট)	১৮০৭	১৬৯২	১৫৪২
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমান **(লক্ষ টাকায়)**	৪৪৯.১৪	৪৩৮.৭৩৫	৩৫৫.৮৭
৫।	গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৩০ জন, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৯৪ জন এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ৫৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।			

সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার কার্যক্রমঃ

১।	সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০
২।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	৩৪৭	২৬৪	২০৭
৩।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (সার্ভিল্যান্স টীম)	৩১	-	-
৪।	জরিমানা আদায়ের পরিমান (লক্ষ টাকায়)	১৬.১৩৫	-	-

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে ফরমালিন বিরোধী ভ্রাম্যমান আদালত ফল পরীক্ষা করছেন।

ঙ) মেট্রোলজী উইংঃ

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী তে স্থাপিত SI (System International) Unit এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষন এবং দেশের সকল ল্যাবরেটরী, শিল্প কারখানা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং হাট বাজারে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ধারাবাহিক সুক্ষতা ও সঠিকতা (Accuracy) নিশ্চিত করণ এই উইং এর প্রধান কাজ। 'The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982' এবং 'The Standards of Weights and Measures (Amendment) Act 2001 এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন তদারকিসহ সারাদেশে মিটার, লিটার, প্লাটফরম স্কেল, পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট, ট্যাংক লরী, ষ্টোরেজ ট্যাংক ওয়েব্রীজ, বাটখারা, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ভেরিফিকেশন কাজ মেট্রোলজী উইং কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

বিগত ২(দুই)টি এবং সম্প্রতি সমাপ্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মেট্রোলজী উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১।	পেট্রোল পাম্পের ডিসপেনসিং ইউনিট ভেরিফিকেশন	৪৯৯২	৪৬১১	৫৫২৮
২।	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা	১৪১৩	১২৫১	১৩০৪
৩।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬
৪।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (ভ্রাম্যমান আদালত)	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬
৫।	জরিমানা আদায় (লক্ষ টাকায়) (ভ্রাম্যমান আদালত)	৯০.০৩ লক্ষ	৫৩.৮২	৪.৬৫
৬।	জরিমানা কৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৮১৫	২২৪৭	১৭০৬
৭।	পরিচালিত স্কোয়াড/বিশেষ অভিযানের সংখ্যা	৩৮৫	৫১৮	৬৬০
৮।	মামলা দায়েরের সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	৭২০	৩১২	২৮৯
৯।	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা (স্কোয়াড/বিশেষ অভিযান)	৩১৪	০২	০৭

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা

EU, NORAD এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। গত ০৬-০৬-২০১০ তারিখে উক্ত ল্যাবরেটরীটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এবং UNIDO এর মহা-পরিচালক Dr. Kandeh K. Yumkella। ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী তে - (i) Mass (ii) Length & Dimension, (iii) Temperature , (iv) Volume, density & Viscosity, (v) Time, Frequency & Electrical Measurement, (vi) Force & Pressure Laboratory নামে ৬টি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবের মাধ্যমে দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান **এবং** ল্যাবরেটরী সমূহে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী (NML) কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি Calibration এর বিবরণ

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
১.	মেট্রিক বাটখারা (ওয়েটস)	৬৮০	৫৭৭	৫৪৭
২.	ওজন যন্ত্র	৫০	১২২	৩০৩
৩.	লেংথ মেজার	১৩০	১০৫ (টেপ-৫৭ ও স্টীল স্কেল-৪৮)	১২৯ (টেপ-৫১ ও স্টীল স্কেল-৭৮)
৪.	ভলিউম মেজার	৩৯৬	৩৬১	২৪৪
৫.	স্লাইড ক্যালিপার্স	৩৪	৬০	৪৯
৬.	থার্মোমিটার	৬৫	৬৫	১৯
৭.	মাইক্রোমিটার	২৬	৩০	৩৬
৮.	প্রেসার গেজ	৪০	৪১	২৮
৯.	টেম্পারেচার গেজ	৩৬	২৯	-
১০.	থিকনেস গেজ	৫৫	৩৪	৩২
১১.	টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর	২৫	২৯	১৯
১২.	হাইগ্রোমিটার	১১	৬	১২
১৩.	রাজস্ব আয় (লক্ষ টাকায়)	৯০.৪০	১০৮.৩৯৩৬	১৪২.৭২

সারা বিশ্বের সাথে সংহতি রেখে প্রতি বছরেরর মত বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর উদ্যোগে গত ২০ মে, ২০১২ তারিখ বিশ্ব মেট্রোলজী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএসটিআই অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ঢাকা-১১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী এবং এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব এ কে আজাদ উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব মেট্রোলজী দিবস ২০১২ উদযাপন

বিএসটিআই ওয়েব সাইট

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার ন্যায় বিএসটিআই সম্পর্কেও দেশে এবং বর্হিবিশ্বে মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইতে ওয়েব সাইট ঃ www.bsti.gov.bd চালু করা হয়েছে। এবং এর তথ্য নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সরকারের সিদ্ধান্ত সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ের মান উইং এর ৫(পাঁচ)টি বিভাগের মধ্যে, মেট্রোলজী উইং ও ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীতে এবং সি এম উইং এ LAN (local area network) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দপ্তরসহ ০৬টি উইংয়ের প্রত্যেকটিতে এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক অফিসে Internet সংযোগ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বিএসটিআই'র ওয়েব সাইটটির উন্নয়নসহ এটিকে আরও দৃষ্টি নন্দন, তথ্য সমৃদ্ধ ও ডায়নামিক করা হয়েছে। বর্তমান ওয়েবসাইটে বিএসটিআই'র হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশ করাসহ অভিযোগ বাক্স, এ্যাডভারটাইজমেন্ট/ টেন্ডার বক্স, নিউজ, ডাটাবেজ ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত Web site G Online এ বিএসটিআই এর CM Licence Form গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে।

আঞ্চলিক অফিস থেকে পণ্যের পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পণ্যের গুণগত মান স্বল্প সময়ে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসগুলো (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) থেকে যে সকল পণ্যের পূর্ণাঙ্গ (রাসায়নিক ও পদার্থিক) পরীক্ষা করা যাচ্ছে ঐ সকল পণ্যের পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করে সেখানেই সার্টিফিকেট প্রদান ও নবায়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। ফলে এসব কাজের জন্য উৎপাদনকারী/ব্যবসায়ীদের এখন আর ঢাকায় আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরী সমূহের এক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম

ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন

বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভারতে NABL কর্তৃক উক্ত ল্যাবগুলির অবকাঠামোগত উন্নয়ন,প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরি পূর্বক গত ১৭-০৬-২০১০ তারিখে ভারতের NABL কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরীগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮-০৩-২০১১ থেকে আগামী ১৭-০৩-২০১৩ পর্যন্ত ২(দুই) বছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে।

এ্যাক্রিডিটেশন সার্টিফিকেশন নম্বরগুলি হলো: Chemical testing-T-1926, Mechanical tresting-T-1927,Biological testing-T-1928। বর্তমানে বিএসটিআই'র অবশিষ্ট ল্যাবগুলোর এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্তির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিএসটিআই'র এ্যাক্রিডিটেশনপ্রাপ্ত ল্যাবসমূহের ৭৩টি প্যারামিটারের অতিরিক্ত বিভিন্ন পণ্যের আরও ৭৫টি প্যারামিটার ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ২২-১২-১১ তারিখে NABL কর্তৃপক্ষ বরাবরে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করা হয়েছিল। NABL এর ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি লিড অডিটর/অডিটর দল গত ১৭-১৮ মার্চ'১২ সময়ে এ্যাক্রিডিটেশনপ্রাপ্ত ল্যাবগুলি সার্ভিলেন্স অডিট করেন এবং নতুন পণ্যের আরও ৭৫টি প্যারামিটার Accreditation এর লক্ষ্যে Assessment করেন।

বিএসটিআই এর এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়ায় NABL থেকে পূর্বের এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ৭৩টি প্যারামিটারের এক্রিডিটেশন বহাল রাখা হয়েছে এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদিত ৭৫টি প্যারামিটারের মধ্যে ৬৬টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়েছে।

Product Certification এক্রিডিটেশন

বিএসটিআই এর Product Certification System কে এক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএসটিআই এর Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ

বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস পণ্যের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির Accreditation এর জন্য গত ২৪-১০-২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) বরাবর আবেদন করা হয়। ফলশ্রুতিতে NABCB এর Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর Product Certification System সরেজমিনে প্রাথমিক ও চূড়ান্তত assessment এর কাজ সম্পন্ন করেন।

অবশেষে NABCB কর্তৃপক্ষ বিএসটিআই'র Product Certification System এর সকল ডকুমেন্টেশন ও সামগ্রিক পারফরমেন্স পর্যালোচনা করে গত ০৯-০১-২০১২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ৩(তিন) বছর সময়ের জন্য Accreditation প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

গত ৩১-০১-২০১২ তারিখ ভারতের NABCB এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা Mr. B. Venkataraman বিএসটিআই পরিদর্শন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত Accreditation সার্টিফিকেট বিএসটিআই এর মহা-পরিচালক কে হস্তান্তর করেন। বিএসটিআই এর Product Certification System কে পর্যায়ক্রমে পুরাপুরি এক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে আরও ০৭(সাত)টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক,সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পামঅয়েল,কনডেন্সড ফিশড মিল্ক পণ্যের সার্টিফিকেশন পদ্ধতির Accreditation এর জন্য ইতোমধ্যে ভারতের NABCB বরাবরে আবেদন করা হয়েছে।

ভারতের NABCB এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা Mr. B. Venkataraman আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসটিআই এর Product Certification System Gi Accreditation সার্টিফিকেট বিএসটিআই এর মহা-পরিচালক কে হস্তান্তর করছেন।

(ঘ) EU, NORAD এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিক মানের National Metrology Laboratory স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত ০৬টি ল্যাবরেটরীর মধ্যে ০৫ টি যথা : (i) Mass (ii) Length & Dimension, (ii) Temperature, (iv) Volume, density & Viscosity (v) Force & Pressure Laboratory এ্যাক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রিডিটেশন বডির কাছে আবেদন করা হয়েছিল। নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক নিয়োগকৃত Lead Assessor এর পরামর্শ অনুযায়ী Lab এর কিছু যন্ত্রপাতি মালেয়েশিয়ার SIRIM থেকে ক্যালিব্রেশন করে আনা হয়েছে।

বর্তমানে National Metrology Laboratory (NML)এর বিভিন্ন Lab এ্যাক্রিডিটেশনের বিষয়ে UNIDO কর্তৃক নিয়োজিত একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ NML এ কাজ করছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ এর পরামর্শের আলোকে Air-Condition & Humidity Control System ২৪ ঘন্টা চালু রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষে ২০১২ সালের মধ্যে ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবগুলোর এ্যাক্রিডিটেশন পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়।

Management System Certification বাস্তবায়ন

বিএসটিআইতে Management System Certification (MSC) চালু করা হয়েছে এবং উক্ত Management System Certification (MSC) কে নরওয়েজিয়ন এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক ৫ বছরের জন্য এ্যাক্রিডিটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই তে Management System Certification

Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারি সংস্থা/ফার্মগুলোকে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত ১১ (এগার)টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে।

অত্র সংস্থার Management System Certification (MSC) সেল এর উদ্যোগে গত ১৫-১৯ জুলাই'২০১২ এবং ২১-২২ জুলাই'২০১২ সময়ে ISO 9001:2008 (Quality Management System)- Lead Auditor Course এবং Internal Auditor শীর্ষক ০২(দুই)টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্স দুটিতে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Management System Certification এর আন্তর্জাতিক সংস্থা Det Norske Veritas (DNV)। উক্ত ০২টি প্রশিক্ষণের প্রথমটিতে ১০জন এবং ২য়টিতে ২০ জন সহ মোট ৩০জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহন করেন।

Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপন

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Incandecent bulb ব্যবহার বন্ধ করা এবং মান সম্মত CFL ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে GTZ এর আর্থিক সহায়তায় Compact Fluorescent Lamp (CFL) Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বৈদ্যুতিক সাশ্রয়ী পণ্য যেমনঃ Tubur Fluorescent Lamp, CFL, Magnetic Ballast, Electronic ballast নিয়মিতভাবে নমুনাা পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে CFL, Ebs, Freeze, AC, Fan, Motor ইত্যাদি পণ্যের Energy Efficiency Standards (Star rating) প্রণয়নের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে এবং এর মধ্যে CFL, Freeze, AC, Fan, Motor এর মান প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

ISO, APO, WTO, FAO/WHO, CICC, PTB, APMP, KOIKA, Commonwealth Technical Fund প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে চীন, জাপান, গ্রীস, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, নরওয়ে, ইতালী, তুরস্ক, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে গত ২০১০ - ২০১১ সময়ে বিএসটিআই এর ৪০(চল্লিশ) জন এবং ২০১১ - ২০১২ সময়ে বিএসটিআই এর ৫২(বায়ান্ন) জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে চলতি অর্থ বছরে ২২ জন কর্মকর্তা ISO-9000, ISO-!4000, ISO-22000, HACCP সহ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখছেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

National Standards Body(NSB) হিসেবে বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে ISO সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই IEC, APMP, OIML, BIPM, CICC এর সক্রিয় সদস্য। **এ ছাড়া বিএসটিআই WTO-TBT, SAARC Standard Coordination Board, Codex, AFIT এর ফোকাল/ এনকোয়ারী পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।**

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

ক) মানসম্পন্ন বৈদ্যুতিক ক্যাবল উৎপাদন ও বাজারজাত করণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ১৮ জুন ২০১১ তারিখ বিএসটিআই'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে দেশের বৈদ্যুতিক ক্যাবল উৎপাদনকারী এসোসিয়েশন, আমদানিকারক/ বাজারজাতকারী/সরবরাহকারী এসোসিয়েশন, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্নয়ে ''জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তায় মান সম্পন্ন বৈদ্যুতিক কেবল উৎপাদনের গুরুত্ব'' - শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়।

খ) বিএসটিআই এর টেক্সটাইল ল্যাবরেটরীর এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এবং এর সেবাকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২৫ জুন ২০১১ তারিখে বিএসটিআই এর উদ্যোগে বিএসটিআই অডিটোরিয়ামে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএসহ বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগনের অংশগ্রহণে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) বিএসটিআই এর টেক্সটাইল ল্যাবরেটরীর এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এবং এর সেবাকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২৫ জুন ২০১১ তারিখে বিএসটিআই এর উদ্যোগে বিএসটিআই অডিটোরিয়ামে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা হয়। পরবর্তীতে পুণরায় বিএসটিআই এর টেক্সটাইল ল্যাবরেটরীর পরীক্ষণ সুবিধা এবং এর সেবাকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গত ২৫ জুন ২০১২ তারিখে বিএসটিআই এর উদ্যোগে বিএসটিআই

অডিটোরিয়ামে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএসহ বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগনের অংশগ্রহণে আরও একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএসটিআই এর চলমান প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১) প্রকল্পের নাম ঃ মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরীজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।

প্রকল্প ব্যয় ঃ ২,২২৫.০০ লক্ষ টাকা (JDCF: ২০০০.০০ এবং জিওবি: ২২৫.০০)।
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ০১-০১-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৩

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত খাদ্য পণ্য ও শিল্প/বৈদ্যুতিক পণ্যের পরীক্ষণ/ বিশ্লেষণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ করা হবে। বিএসটিআই কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষন প্রতিবেদনের আন্তর্জাতিক গ্রহনযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে একটি ১০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ করা এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং ল্যাবসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন।

প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (২০১১- ২০১২)

বাস্তবঃ

প্রকল্পটির মাধ্যমে বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে একটি ১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরী ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ৩ তলা ভবনের নির্মানকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।জউচচ গত ১১-০১-১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জউচচ অনুযায়ী ভবন এর ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজের জন্য চডউ কে পত্র দেওয়া হয়েছে। চডউ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। অত্যাধুনিক ল্যাব ভবন এর মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত খাদ্য পণ্য ও শিল্প/বৈদ্যুতিক পণ্যের পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কাজ সম্পাদন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি, অফিস ইক্যুইপমেন্ট এবং ১টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আর্থিকঃ - বরাদ্দ (২০১১- ১২ অর্থবছর) : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা (আরএডিপি)।
- অবমুক্তি (২০১১-১২ অর্থবছর) : ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
- ব্যয় (২০১১-১২ অর্থবছরের জুন ২০১২ পর্যন্ত) : ৫২৫.২৮ লক্ষ টাকা।
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/ ২০১২ পর্যন্ত) :১৪৩২.৩৮ লক্ষ টাকা **(৬৪.৩৮%)**।

২। **প্রকল্পের নামঃ Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).**

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১,৮৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-১,৪০৮ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে ১,৪০০ লক্ষ ইন কাইন্ড *; প্রঃ সাঃ- ৪৫৫ লক্ষ টাকা)

* ইন কাইন্ড হিসেবে বিএসটিআই এর অফিস কক্ষ সমূহ ব্যবহার, ল্যাবরেটরী সুবিধা গ্রহন, জনবলের সহায়তা গ্রহন, প্রশিক্ষণ কক্ষ, মিলনায়তন ও কনফারেন্স কক্ষ ব্যবহার ইত্যাদি ইউটিলিটি সুবিধা বুঝায়।

মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৪

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশে পাওয়ার জেনারেশন হতে উদ্ভুত গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমন কমানো।
- BRESL Products যেমন- এসি, রিফ্রিজারেটর, ফ্যান, বৈদ্যুতিক মটর, বৈদ্যুতিক ব্যালাস্ট, সিএফএল এর এনার্জি ইফিসিয়েন্ট মান ও লেবেলিং প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পন্য আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পে ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পন্য উৎপাদনে সহায়তা করা।
- এনার্জি ইফিসিয়েন্ট পন্য উৎপাদনের সাথে জড়িত জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

আর্থিক অগ্রগতি (২০১১-২০১২ অর্থবছর)ঃ

বরাদ্দ ঃ ৭১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি- ১.০০ লক্ষ টাকা, প্রঃ সাঃ ৭০.০০ লক্ষ টাকা)

অবমুক্তি ঃ ৭১.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয় ঃ **৭০.০৪** লক্ষ টাকা

ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন ২০১২ পর্যন্ত)ঃ ১৬৫.৯৬ লক্ষ টাকা (৩৫.৮৪%)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিএসটিআই এর মান উইং এর বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ৬টি BRESL পন্যের মধ্যে ২টি পন্য যেমন - CFL & Electric Ballast Gi Energy Efficient Standards & Labeling (ES&L) প্রণয়ন করা হয়েছে যা অতি শীঘ্রই উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হবে। এবং অবশিষ্ট পন্যের মধ্যে ২টি পন্য যথা- Electric motor & Refrigerator Gi Energy Efficient Standards & Labeling (ES&L) মান প্রণয়নের কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গত ১৭-০৮-২০১১ তারিখে CAB Narayangonj Training Workshop on Consumers Right & Responsibilities for energy use of Electronic Ballast, Compact Fluorescent Lamp (CFL) & Electric Motor বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

৩। **প্রকল্পের নামঃ Expansion and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) (At 5 districts).**

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৭৪৭.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৪

প্রকল্প এলাকা ঃ ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর এবং কক্সবাজার ।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- মানসম্মত পন্য উৎপাদন ও বিপনন নিশ্চিতকরণ এবং ওজন পরিমাপ সংক্রান্ত মেট্রোলজী সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর কার্য্যক্রম সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ।
- ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মান।
- ৫টি জেলায় ল্যাবরেটরীর জন্য রসায়ন ও মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীর আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।

আর্থিক অগ্রগতি (২০১১-২০১২ অর্থবছর)ঃ

বরাদ্দ ঃ **৭৫.০০** লক্ষ টাকা

অবমুক্তি ঃ ৭৫.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয় ঃ **৬৮.০২** লক্ষ টাকা (৯০.৬৯%)।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির আওতায় ফরিদপুর বিসিক থেকে জমি অধিগ্রহনের লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থপ্রদান করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাঃ লিঃ থেকে একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

৪। **প্রকল্পের নামঃ Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG Filling Station in BSTI.**

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

মেয়াদকাল ঃ জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৩

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

- CNG Mass Verification Laboratory এর ভৌত অবকাঠামো নির্মান।
- CNG পরিমাপক আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- CNG গ্রাহকদের জন্য CNG filling station এ সঠিক পরিমাপের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

আর্থিক অগ্রগতি (২০১১-২০১২অর্থবছর)ঃ

বরাদ্দ ঃ **১২৩.০০** লক্ষ টাকা

অবমুক্তি ঃ ১২৩.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয় ঃ **১১৩.৩০** লক্ষ টাকা (৯২.১১%)।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির আওতায় বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা তে পিডব্লিউডি এর মাধ্যমে CNG Mass Verification Laboratory এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। একটি পিকআপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

৫। প্রকল্পের নামঃ Establishment of the Office of South Asian Regional Standards Organization (SARSO) in Bangladesh.

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ Tk. ২২১১.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি)Land is provided by BSTI & the value of land is Tk.1500.00 lac in-kind) **মেয়াদকালঃ** জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৩

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কভূক্ত দেশগুলোতে বানিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে পন্য ও সেবার অবাধ বানিজ্যের পরিবেশ সৃষ্ঠি, সার্ক দেশ সমূহের মধ্যে তথ্য ও দক্ষতার আদানপ্রদান সহ বিএসটিআই ঢাকাতে SARSO এর কার্যালয় স্থাপন।

আর্থিক অগ্রগতি (২০১১-২০১২ অর্থবছর)ঃ **বরাদ্দঃ ২০.০০** লক্ষ টাকা,**অবমুক্তিঃ** ২০.০০ লক্ষ টাকা,**ব্যয়** ঃ **১৯.০৫** লক্ষ টাকা (৯৫.২৫%)।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ প্রকল্পের আওতায় সার্সো ভবন নির্মানের লক্ষ্যে পিডব্লিউডি -কে ১৯.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৬। Better Quality Infrastructure of Better Work and Standards Programme (BEST).

মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০১১ - জুন ২০১৪

উদ্দেশ্য:

ক) মান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতি রেখে দ্রব্যের মান নির্ধারন ও সমতাকরনের নিমিত্ত মূল্যায়ন।
খ) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।
গ) বিশ্ব মানের সাথে খাপ খাইয়ে মান, পরিমাপ এবং নির্বাচন পদ্ধতির আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ।
ঘ) ন্যাশনাল মেট্রোলজী ইন্সটিটিউট(এনএমআই) এর ৫টি ল্যাব যথাঃ ভর, তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য/বিস্তৃতি, বল, চাপ, আয়তন, সান্দ্রতা, ঘনত্ব, তড়িৎ, সময় এবং ফ্রিকোয়েন্সি এবং বিএসটিআই এর বিদ্যমান অন্যান্য ল্যাবগুলোকে এ্যাক্রিডিটেড করা।
ঙ) HACCP, ISO ৯০০০ and ISO ১৪০০০ ইত্যাদির জন্য জাতীয় সার্টিফিকেশন সংস্থা স্থাপন করা ।

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ ৪৮২৬.০০ (জিওবি-৩৭১.৮৯৯ পিএ- ৪৩৫৪.০৫৩)

Modernization & Strengthening Of BSTI শীর্ষক Umbrella প্রকল্পঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত যৌথ ইশতেহারের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ এর আলোকে বিএসটিআই এর আপগ্রেডেশন এবং এর ল্যাবগুলিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে Modernization & Strengthening Of BSTI শীর্ষক Umbrella প্রকল্পটি গত ১৪-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এর মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১০ হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। ভারতীয় ক্রেডিটলাইন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পটির অনুকূলে যথাসময়ে ভারত সরকারের চুড়ান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ প্রকল্পের মেয়াদকালে শুরু করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, গত জুন ২০১২ তে প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ আরও ১ (এক) বছর ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য অত্র সংস্থা মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ জানায়। শিল্প মন্ত্রনালয় বিষয়টি বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ইতিপূর্বে অনুমোদিত হয়।

বর্ণিত প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যন্ত্রপাতির নাম, মূল্য ও সরবরাহকারীর তালিকা পাওয়ার প্রেক্ষিতে ৩২১১.৩০ (জিওবি -১১৮৭.৬০, ঋণ-২০২৩.৭০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পূনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি পূর্বক গত ২৭-০৮-২০১২ তারিখে শিল্প মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া, শিল্প মন্ত্রনালয় কর্তৃক সম্প্রতি বর্নিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক হিসাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের একজন উপ-পরিচালক ও একজন সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

পটভূমি

শিল্প ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি/মেরামত, শিল্প কারখানা রক্ষণাবেক্ষণে আধুনিক কারিগরি কৌশল প্রর্বতনের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার (আই.আর.সি.ডি.) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকটিভিটি সার্ভিসেস (আই.পি.এস) নামের দুটি সংস্থাকে একত্রিত করে ১৯৬২ সালে 'পিটাক' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, খুলনা ও বগুড়ায় বিটাকের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে।

ভূমিকাঃ

ষাটের দশকে দেশে শিল্প বিকাশের শুরুতে দক্ষ কারিগর এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য উন্নতমানের যন্ত্রাংশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) (তৎকালিন পিটাক) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটাক দেশের বিকাশমান শিল্পের বহুজাতিক চাহিদার আলোকে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বিটাক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর করে থাকে। এ ছাড়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া এস.এম.ই সেক্টরে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে উক্ত সেক্টরের শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করছে।

বিটাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মান উন্নয়ন করা,

২. শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক এবং উন্নতর প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করা,

৩. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন, ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়নে সহযোগিতা করা,

৪. দেশের প্লাস্টিক প্রযুক্তি ও টুলস, জিগস, ফিক্সাচার এবং মেটাল প্রসেসিং ডাই উন্নয়নে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

5. সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

কার্যবন্টনঃ

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি গভর্ণিং বডির নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। মাননীয় শিল্প সচিব পদাধিকার বলে বিটাক গর্ভণিং বডির চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক বিটাকের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী।

মহাপরিচালককে সহায়তা করার জন্য ৩ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। পরিচালকগণের নিয়ন্ত্রনে প্রতি কেন্দ্রে একজন করে অতিরিক্ত পরিচালক আছেন, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ কেন্দ্র সমূহের কারিগরি ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিটাকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের কারিগরি জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। দক্ষ কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টি ও শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিটাক বছরে তিনবার ১২টি ট্রাডিশন্যাল ট্রেডে ১৪ সপ্তাহব্যাপী এবং ১৫টি ট্রেডে ৪/৬ সপ্তাহব্যাপী স্বল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে । প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য বিটাক, ঢাকায় একটি তিন তলা ও একটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়ায় একটি করে দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ট ডরমিটরী ভবন রয়েছে।

বিটাক কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কারিগরি প্রশিক্ষণ হতে উন্নততর। বিটাকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ব্যবহারিক কার্যক্রমের আওতায় বিশেষতঃ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ সংক্রান্ত উচ্চ প্রযুক্তিগত আন্তজার্তিক মানের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। যার ফলে প্রতিজন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ শেষে স্বস্ব কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রক্ষিণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিটাক- এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বহৎ ওয়ার্কসপ রয়েছে। এছাড়া, এখানে বেশ কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক রয়েছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন । সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিটাক তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দেশের অভ্যন্তরে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে । এছাড়া, এ প্রশিক্ষণের ফলে বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বৈদেশিক নিয়োগের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বিটাক সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ।

দেশিয় শিল্পে নিয়োজিত জনবলের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটাক বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে ।

এছাড়া, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ , পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটস্ ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতি বছর বিটাক হতে অ্যাট্যাচ্মেন্ট্ ট্রেনিং নিয়ে থাকে ।

অটোমোবাইল ট্রেডে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী

সেপা প্রকল্পের আওতায় দারিদ্র্য বেকার মেয়েদের মেশিনে প্রশিক্ষণ চলছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিটাক ৩৭৮ জনকে দীর্ঘ মেয়াদি, ২২১ জনকে স্বল্প মেয়াদি এবং ১৮৬০ জনকে অ্যাটাচমেন্ট্ ট্রেনিং দিয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নম্বর	(ক) দীর্ঘ মেয়াদি (১৪ সপ্তাহ) কোর্সের ট্রেডসমূহ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
		লক্ষ্যমাত্রা	**অগ্রগতি(জন)**	**অর্জনের হার (%)**
১.	মেশিন সপ প্র্যাক্টিস	৭৫	৭১	৯৪.৬৬%
২.	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং	২০	০৬	৩০.০০%
৩.	ওয়েল্ডিং	৭৫	৫৬	৭৪.৬৬%
৪.	ইলেকট্রিক্যাল মেন্টেন্যান্স্	১৬০	১৬৬	১০৩.৭৫%
৫.	অটোমোবাইল	৩০	১৪	৪৬.৬৬%
৬.	অটো-ইলেকট্রিসিটি	৩০	০২	৬.৬৬%
৭.	মেশিন মেন্টেন্যান্স্	৬০	৩৮	৬৩.৩৩%
৮.	হিটট্রিটমেন্ট	১৫	০৬	৪০.০০%
৯.	ফাউন্ড্রি	১৫	০৬	৪০.০০%
১০.	ইলেকট্রোপ্লেটিং	১০	০২	২০.০০%
১১.	প্যার্টাণ	১০	০২	২০.০০%
১২.	পাম্প ও ডিজেল ইঞ্জিন মেন্টেন্যান্স্	১০	০৯	৯০.০০%
	মোটঃ	৫১০	৩৭৮	৭৪.১২%
	(খ) সল্প ও মধ্য মেয়াদি(৪/৬ সপ্তাহ)	৯০০	২২১	২৪.৫৫%
	*সিএনসি লেদ, *সিএনসি মিলিং *সিএনসি মেশিনিং সেন্টার, *ডাইসিংক ও ওয়্যার কাট ইডিএম, * ষ্টীল মেলটিং ইনডাক্শন ফার্ণেস, *টুলস ও কাটার গ্রাইন্ডিং, *পেন্টোগ্রাফ মিলিং, *প্লাস্টিক টেকনোলজি, *অটোক্যাড (২ডি.ও ৩ডি),*ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং, *ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং, * রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, * বয়লার অপারেশ্ন ও মেন্টেন্যান্স্, * কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও প্রোডাক্ট টেষ্টিং অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল স্পেয়ার পার্টস, *প্রোগ্রাম্যাবল লজিক কন্ট্রোল (পিএলসি)।			
	(গ) এ্যাট্যাচমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫০০	১৮৬০	১২৪.০০%
	সর্বমোটঃ	২৯১০	২৪৫৯	৮৪.৫০%

উৎপাদন কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিটাক দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত কার্যাদেশের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকে। বিটাক এর গ্রাহক সেবার তালিকায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাওয়ার গ্রীড কোং, তিতাস গ্যাস কোম্পানি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সারকারখানা, চিনিকল, কাগজকল, সিমেন্ট ফ্যাক্টারি, সিরামিক ফ্যাক্টারি, টেক্সটাইল মিলস, জুট মিলস, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বিটাক কর্তৃক তৈরিকৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে প্রতিবছর দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে থাকে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাক এর মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ নির্বাহ হয়ে থাকে।

বিটাকের সেবার ক্ষেত্রসমূহ

বিটাকে উন্নত যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এবং সুসজ্জিত ওয়ার্কশপ এবং পর্যাপ্ত দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর রয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ প্রকৌশলী ও কারিগর দ্বারা গুণগতমান বজায় রেখে জটিল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে থাকে। বিটাক কারিগরি ক্ষেত্রে যে সকল সেবা প্রদান করতে পারে সেগুলো হলো ঃ

- কনভেনশনাল মেশিনিং এর যাবতীয় সুবিধা
- কপি মিলিং
- প্রোফাইল গ্রাইন্ডিং
- মেটাল (ফেরাস ও নন-ফেরাস) এ্যানালাইসিস
- সি এন সি লেদ
- সি এন সি মিলিং
- সি এন সি মেশিনিং সেন্টার
- ই ডি এম ও ওয়্যারকাট ই ডি এম
- ষ্টীল কাষ্টিং
- পেন্টোগ্রাফ মিলিং
- সারফেস, সিলিন্ড্রিক্যাল ও বোর গ্রাইন্ডিং
- জিগ, ফিক্সার, প্রেস টুলস এন্ড প্লাস্টিক টুল মেকিং
- টুল এন্ড কার্টার গ্রাইন্ডিং
- ওয়েল্ডিং ও ফেব্রিকেশন
- লাইট ফোর্জিং
- ফাউন্ড্রি (ফেরাস এন্ড নন ফেরাস কাষ্টিং)
- হিট-ট্রিটমেন্ট
- ইলেকট্রোপ্লেটিং
- ডিজাইন এন্ড ড্রাফটিং
- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল মেন্টেন্যান্স্

বিটাক উল্লেখিত কারিগরি সেবার সমন্বয়ে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প মেশিন ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষ করে হিট-ট্রিটমেন্ট ও যন্ত্রাংশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল প্রয়োগ এবং প্লাস্টিক টেকনোলজিতেও বিটাকের বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

<u>আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাঃ</u>

১. আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি বাবদ দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় বিটাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিটাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোন পণ্য উৎপাদন বা বাজারজাত করে না। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে / চাহিদার ভিত্তিতে শুধু কারিগরি সহায়তামুলক সেবা হিসেবে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে দেশের শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে তথা উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান করে।

২. আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত করে যাতে দেশের আরো বেশি পরিমাণ বৈদিশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায় এ ব্যাপারে বিটাক সব সময় সচেষ্ট। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশের চাহিদা সম্পর্কে বিটাকের প্রকৌশলীগণ সার্বক্ষনিকভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে সব সময় অবহিত থাকেন এবং দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আমদানি না করে বিটাক হতে তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়ায় আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরির পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের বর্তমানে ধারা অব্যাহত রাখা ছাড়াও আগামী বছরগুলোতে আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত এবং সরবরাহের পদক্ষেপ / কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কর্মকান্ড

বিটাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থানীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নক্শা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে দেশের শিল্পায়ণে সহয়োগিতা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বিটাকের ওয়ার্কসপগুলোতে নতুন সিএনসি মেশিনারীজ সংযোজন করে সেবা গ্রহণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নততর কারিগরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিটাক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম তৈরি/মেরামত করে ১৮০৭.০৫ লক্ষ টাকা আয় করে। স্থানীয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এ কারিগরি সহায়তা প্রদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি যন্ত্রাংশ রপ্তানীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা বিটাক এর মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ নির্বাহ হয়ে থাকে।

এ সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিটাক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিটাকের কেন্দ্রওয়ারী জবের বিপরিতে অর্থ প্রাপ্তির পরিসংখ্যান নিচে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য	শতকরা হার(%)
1.	বিটাক, ঢাকা	১০৫০.০০	১০৬৯.২৮	১০১.৮৩%
2.	বিটাক, চট্টগ্রাম	৫০০.০০	৪৩৩.২৯	৮৬.৬৬%
3.	বিটাক, চাঁদপুর	১৫০.০০	৭৯.২০	৫২.৮০%
4.	বিটাক, খুলনা	২০০.০০	১৫১.৩৮	৭৫.৬৯%
5.	বিটাক, বগুড়া	-	৭৩.৯০	-
	সর্বমোটঃ	১৯০০.০০	১৮০৭.০৫	৯৫.১১%

গবেষণা ও উন্নয়নঃ

উৎপাদন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দেশিয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিটাক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিটাক কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১.	বাংলাদেশ বিমান	এ্যালুমিনিয়াম এ্যাংগেল হিট-ট্রিটমেন্ট	৪ টি
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	স্টপ তৈরি	০২টি
৩.	পিজিসিবি	ব্রেকার অপারেটিং স্প্রীং তৈরি	২টি
৪.	আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন লিমিটেড	রিভেটিং টাব	৭টি
		টারবাইন চিজেল	১২টি
৫.	এসিআই	নন-রিটার্ন ভাল্ব তৈরি	৮সেট
৬.	মেসার্স-বেঙ্গল প্লাস্টিক ওয়ার্কস লিঃ	&&নউমেটিক ভাল্ব তৈরি	২৭ সেট
		ওয়ার্কিং টেবিল	২টি
		এ্যাগেল প্লেট তৈরি	১ সেট
৭.	আরপিসিএল	কারভেল টুথ কাপলিং	১ সেট
৮.	ইষ্ট-ওয়েষ্ট মিডিয়া গ্রচপ	এক্সটেনডেন্ট স্যাফট মেরামত	১ টি
৯.	এমআই	এসআইপি নজেল তৈরি	১৬০ সেট
১০.	স্কয়ার ফামাসিউটিক্যাল লিঃ	হাইড্রোলিক পাইপ মেরামত	১টি
১১.	শিল্প মন্ত্রণালয়	Fiver extraction Machine from banana tree.	১টি
১২.	সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস	গ্রিপার প্যাড তৈরি	৪টি
১৩.	কেরু এন্ড কোম্পানি	ডিস্ট্রিলারী ইউনিটের ফিলিং মেশিন	১টি
১৪.	প্রক্রিয়াধীন গবেষণা কাজ	(ক) লবণ উৎপাদনে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন। (খ) লবণ উৎপাদনের জন্য অটোমেটিক প্রসেস মেশিন। (গ) সাশ্রয়ী কেরোসিন বার্ণার।	

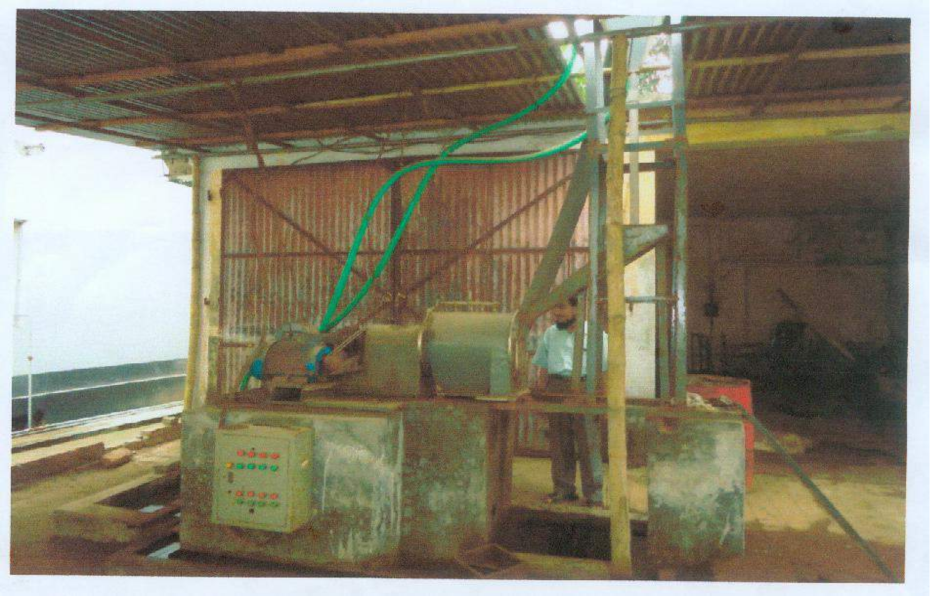

গবেষণা ও উন্নয়নের আওতায় তৈরিকৃত লবণ ফ্যাক্টারির সেন্ট্রিফিউস মেশিন পরীক্ষামূলকভাবে চালনা চালনা করা হ&&চ্ছ

হরাইজনটাল বোরিং মেশিনে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে

উন্নয়ন কার্যক্রম

১) সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী পুরুষদের ‘‘হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women” শীর্ষক প্রকল্পটি ৩২৩৫.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০০৯-জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অধীনে ৯৬৮ জন মহিলা ও ১২৬০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৩৮৩ জন পুরুষ এবং ৩৫৭ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৭৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিটাকের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সরকারের নিকট ৪টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ২০১১-২০১২ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প হিসাবে ২টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রকল্প ২টি নিম্নরূপ ঃ

১. Extension of BITAC for the Establishment of Tool Institute.

২. Balancing Modernization Replacement & Expansion (BMRE) of BITAC, Dhaka.

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

একান্ন বছর ধরে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এর জন্য ২০১১-২০১২ প্রশিক্ষণ বর্ষ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অর্জনের বছর।

পূর্ববর্তী বছরে, দীর্ঘ বিরতির পর মহাপরিচালক পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ প্রদান, শূন্যপদে সর্বমোট ১১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্তি, ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদোন্নতি, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন দুটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, অপটিক্যাল মার্ক রিডেবল (OMR) মেশিন স্থাপন, শ্রেণীকক্ষ, আবাসন ব্যবস্থা ও ক্যান্টিন আধুনিকায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে বিআইএম এর কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের সার্বিক মান উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল তা বহুলাংশে সফল হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কার ও উন্নয়নের ফলাফল বিআইএম এর বিগত ২০১১-২০১২ সালের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বছর বিআইএম ৬০টি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে সর্বমোট ৯৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দান করেছেন। স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, আয়োজিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হলেও, প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ছিলো লক্ষ্যমাত্রার ২৪% বেশী।

<u>বছর ওয়ারী স্বল্পমেয়াদী কোর্সসমূহের খতিয়ান</u>

(২০০২-২০০৩ থেকে ২০১১-২০১২)

বছর	স্বল্প মেয়াদি কোর্সের সংখ্যা		**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**	
	লক্ষ্যমাত্রা	**অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা**	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
২০০২-২০০৩	৮৩	**৮৪**	৯৯৬	১১২২
২০০৩-২০০৪	৭৯	**৮১**	৯৪৮	১০৫১
২০০৪-২০০৫	৯২	**৮৬**	১১০৪	১০৪২
২০০৫-২০০৬	১০১	**৮৮**	১২১২	১২৬৪
২০০৬-২০০৭	৭৬	**৬৮**	৯১২	৮১৭
২০০৭-২০০৮	৭৯	৭১	৯৪৮	১০৫২
২০০৮-২০০৯	৮২	৪২	৯৯৪	৯৭১
২০০৯-২০১০	৭৭	৩৭	৮৫২	৫২৯
২০১০-২০১১	৭৭	১০৫	৯২৪	১৫৮৩
২০১১-২০১২	৬৫	৬০	৭৮০	৯৭২

এ বছরে ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্ধিত আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ২০১২ সেশনে, দীর্ঘমেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে সর্বমোট ৭০৬ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছেন, যা বিগত যে কোন বছরের তুলনায় বেশী।

<u>বছরওয়ারী দীর্ঘ মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের খতিয়ান</u>

(২০০২-২০০৩ থেকে ২০১১-২০১২)

বছর	**ডিপ্লোমা কোর্সের সংখ্যা**	**অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা**	
		লক্ষ্যমাত্রা	ভর্তিকৃতের সংখ্যা
২০০২-২০০৩	৫	৩০০	৩০৯
২০০৪	৫	৩০০	৩০৯
২০০৫	৫	৩০০	৩৭২
২০০৬	৫	৩০০	৪৮৪
২০০৭	৫	৩০০	৫৩০
২০০৮	৫	৩০০	৪৮০
২০০৯	৫	৩০০	৪৯১
২০১০	৫	৩০০	৪৯৪
২০১১	৬	৪০০	৪৭৯
২০১২	৬	৪০০	৭০৬

২০১১-২০১২ বর্ষে বিআইএম বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ ও বাছাই প্রক্রিয়াকে সুসম্পাদনে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শসেবা ও সহযোগীতা প্রদান করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের ৭৮১ জন, পেট্রোবাংলার ৪৩২১ জন,

বিএসটিআই এর ১২৪২ জন, টিসিবি এর ৭২৫ জন, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এর ১১৮৭ জন, বিসিআইসি এর ৬৩৮৩ জন, এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ৯৪৬ জন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ২৬৫১ জন, বিআইডবিস্নউটিটি এর ১৬৬৫ জন এবং জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ৮৬৭২ জনের নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন উল্লেখযোগ্য।

বিআইএম কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করতে মাস্টার্স ইন বিজনেস এমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) এবং 'ডিপ্লোমা ইন প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি অ্যাসোরেন্স ইন আরএমজি সেক্টর' বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়াও প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশীপের আওতায় অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথভাবে পরামর্শসেবা ও গবেষণার কাজ করার জন্য বিভিন্ন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এসকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সুসম্পন্ন হলে বিআইএম একটি আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে এদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

২০১২ সেশনের পোস্ট-গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা কোর্সসমূহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিআইএম এর তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এ আর খান, বামপাশে সম্মানীত শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দীকী।

Governance and ICT Infrastructure for Implementation of Digital Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ।

TOT on Productivity & Quality Management Major in Lean Manufacturing" Assurance in RMG Sector" শীর্ষক প্রশিক্ষণে আগত অতিথিবৃন্দ।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

Industrial Hazards, Disaster and Safety Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একটি জাতীয় অফিস হিসাবে মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি অফিস দুটিকে একীভূত করে ২০/৩/২০০৪ তারিখ হতে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম হল নতুন আবিস্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন করা এবং ট্রেডমার্কস এর স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিস্কারকে উৎসাহিত করা যা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরটি প্রথমে ৪ টি উইং যথা - (I) Administrative wing (II) Trademarks wing (III) Patents & Designs wing and (IV) WTO & International Affairs wing নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিটি উইং এর প্রধান হিসেবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপ-সচিব) এবং অফিস প্রধান হিসেবে ১ জন রেজিস্ট্রার (যুগ্ম-সচিব) রয়েছেন। সম্প্রতি অধিদপ্তরে একটি Information Technology Unit (আইটি ইউনিট) যুক্ত হয়েছে।

অটোমেশনঃ WIPO এবং EC এর সহায়তায় IPR প্রকল্পের আওতায় DPDT এর আংশিক Data Capture করা হয়েছে। বর্তমানে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রাপ্ত নতুন আবেদনগুলো অন-লাইনে Receive করাসহ Data Capturing করার কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া WIPO কর্তৃক ইতোমধ্যে IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে DPDT এবং IFC (International Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে অটোমেশনের আওতায় চলে আসবে মর্মে আশা করা যায়।

প্রতিবেদনাধীন বছর ২০১১-২০১২

জনবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পদ	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণী	৪২	২২	১৮	
দ্বিতীয় শ্রেণী	০৫	০২	০৩	
তৃতীয় শ্রেণী	৫৩	৪০	১৩	
চতুর্থ শ্রেণী	১৩	১০	৩	
মোট	১১৩	৭৪	৩৭	

রাজস্ব প্রাপ্তিঃ

(হাজার টাকায়)

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-২০১২	২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত আয়	প্রকৃত অর্জন ২০১১-১২	মন্তব্য
পেটেন্ট ও ডিজাইন	৮,৭০,২০ (বার্ষিক)	৭,৪৩,৫৩	৯,০৪,৯৬	২০১১-১২ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।
ট্রেডমার্কস		১,৬১,৪৪		

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্পাদিত পেটেন্ট দরখাস্তের প্রতিবেদন

জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট দরখাস্ত = ৩৪০ (মেইল বক্স-১০১+পরীক্ষার জন্য-২৩৯)	জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ পর্যন্ত মোট গৃহীত	জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ পর্যন্ত পেটেন্ট গ্রহণের লক্ষ্যে দরখাস্তকারীকে পত্র প্রদান করা হয়েছে	জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ পর্যন্ত পেন্ডিং দরখাস্ত	জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ পর্যন্ত মোট নবায়ন
পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত ২৩৯	১২০	৮০	৩৯	৬২৫

বিঃ দ্রঃ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষমান জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত ১০১ টি দরখাস্ত ফার্মাসিউটিক্যাল ও এগ্রিকালচারাল কেমিক্যাল প্রোডাক্ট সংক্রান্ত। TRIPS চুক্তির আওতায় LDC দেশসমূহের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল এবং এগ্রিকালচারাল কেমিক্যাল প্রডাক্ট এর পেটেন্ট প্রদানের বাধ্যবাধকতা হতে ১ জানুয়ারী, ২০১৬ সাল পর্যন্ত অব্যহতি প্রাপ্ত। এ কারণে উক্ত পেটেন্ট আবেদনসমূহ মেইলবক্স দরখাস্ত হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ডিজাইন সম্পর্কিত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রাপ্ত ডিজাইন দরখাস্ত	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত ডিজাইন নিবন্ধন সনদ প্রদান	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত পেন্ডিং
১।	১৫৭৭	৯৮৬	৫৯১
২।	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রাপ্ত নবায়ন দরখাস্ত	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২পর্যন্ত ডিজাইন নবায়ন সনদ প্রদান	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত পেন্ডিং
৩।	১৪৯	১৪০	৯

ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক আবেদন

২০১১-১২ অর্থ বছরের আবেদন প্রাপ্তির মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

আবেদনের মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান

মাসের নাম	প্রধান কার্যালয় (ঢাকা)			শাখা অফিস (চট্টগ্রাম)			সর্ব মোট
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	
ক	খ	গ	ঘ=খ+গ	ঙ	চ	ছ=ঙ+চ	জ
জুলাই/১১	৬৯৯	২০৮	৯০৭	৩২	১	৩৩	৯৪০
আগষ্ট/১১	৫৭৪	২৯৯	৮৭৩	২১	২২	৪৩	৯১৬
সেপ্টেম্বর/১১	৫৪৩	২৪১	৭৮৪	২০	৯	২৯	৮১৩
অক্টোবর/১১	৭০৫	২৫১	৯৫৬	৫২	৪	৫৬	১০১২
নভেম্বর/১১	৪৫০	২০৩	৬৫৩	২৬	৩	২৯	৬৮২
ডিসেম্বর/১১	৭০৬	১৪১	৮৪৭	৪১	১৮	৫৯	৯০৬
জানুয়ারী/১২	৬৮২	২১৪	৮৯৬	৭০	৭	৭৭	৯৭৩
ফেব্রুয়ারী/১২	৬৯৭	২৯১	৯৮৮	৩৯	৫	৪৪	১০৩২
মার্চ/১২	৭৩৭	২৮০	১০১৭	৪২	২০	৬২	১০৭৯
এপ্রিল/১২	৬৯৪	২৫১	৯৪৫	৬২	২১	৮৩	১০২৮
মে/১২	৮২৯	২৪৪	১০৭৩	৬০	২৩	৮৩	১১৫৬
জুন/১২	৫৮৮	২২০	৮০৮	৪৭	১৩	৬০	৮৬৮
মোট	৭৯০৪	২৮৪৩	১০৭৪৭	৫১২	১৪৬	৬৫৮	১১৪০৫

ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক আবেদন পরীক্ষা

২০১১-১২ অর্থ বছরের আবেদন পরীক্ষার মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

মাসের নাম	প্রাপ্ত দরখাস্ত	পরীক্ষা সম্পন্ন
জুলাই/১১	৯৪০	৯৫৫
আগষ্ট/১১	৯১৬	৭৬৪
সেপ্টেম্বর/১১	৮১৩	৮৬১
অক্টোবর/১১	১০১২	১১৩১
নভেম্বর/১১	৬৮২	৯০৭
ডিসেম্বর/১১	৯০৬	৮৪৪
জানুয়ারী/১২	৯৭৩	১০৮৫
ফেব্রুয়ারী/১২	১০৩২	১০৫৭
মার্চ/১২	১০৭৯	১৩৩৯
এপ্রিল/১২	১০২৮	১১৪৬
মে/১২	১১৫৬	১০১৩
জুন/১২	৮৬৮	৮০০
মোট	১১৪০৫	১১৯০২

জার্নাল প্রকাশ

২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রকাশিত জার্নালের মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

মাসের নাম	প্রকাশিত জার্নাল নং	জার্নাল প্রকাশের তারিখ	জার্নালে প্রকাশিত আবেদনের সংখ্যা
জুলাই/১১	-	-	০
আগষ্ট/১১	-	-	০
সেপ্টেম্বর/১১	-	-	০
অক্টোবর/১১	-	-	০
নভেম্বর/১১	J-২৫৫	২৩/১১/২০১১	৮৫২
	J-২৫৬	২৩/১১/২০১১	১০৫১
ডিসেম্বর/১১	J-২৫৭	০৫/১২/২০১১	৬৪০
	J-২৫৮	১১/১২/২০১১	১১০৫
	J-২৫৯	২৮/১২/২০১১	১১৭৪
	J-২৬০	২৮/১২/২০১১	১৭৯০
জানুয়ারী/১২	J-২৬১	০২/০১/২০১২	১৩০৯
ফেব্রুয়ারী/১২	-	-	০
মার্চ/১২	-	-	০
এপ্রিল/১২	-	-	০
মে/১২	-	-	০
জুন/১২	-	-	০
মোট	৭ টি	-	৭৯২১

ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক সার্টিফিকেট প্রদান

২০১১-১২ অর্থ বছরে ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক আবেদনের সার্টিফিকেট প্রদানের মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

মাসের নাম	দেশি	বিদেশি	মোট
জুলাই/১১	৭৯	৫৬	১৩৫
আগষ্ট/১১	২৮	১১	৩৯
সেপ্টেম্বর/১১	০	০	০
অক্টোবর/১১	৯৭	২৫৪	৩৫১
নভেম্বর/১১	১১	৩৭	৪৮
ডিসেম্বর/১১	১১০	২৯৩	৪০৩
জানুয়ারী/১২	২১	৪৮	৬৯
ফেব্রুয়ারী/১২	৬০	১৩৫	১৯৫
মার্চ/১২	২৩	১৭৫	১৯৮
এপ্রিল/১২	৪৫	১৪০	১৮৫
মে/১২	৭১	৭৯	১৫০
জুন/১২	৩৪	৮৬	১২০
মোট	৫৭৯	১৩১৪	১৮৯৩

রাজস্ব সংগ্রহ

২০১১-১২ অর্থ বছরের সংগৃহীত রাজস্বের হিসাব নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

মাসের নাম	প্রাপ্ত রাজস্ব
জুলাই/১১	৫০৭৯০০০
আগষ্ট/১১	৪৮৬২৬০০
সেপ্টেম্বর/১১	৪৩৯৫৮০০
অক্টোবর/১১	৪৯৩২৩০০
নভেম্বর/১১	৩০৪১৩০০
ডিসেম্বর/১১	৪০০৮৫০০
জানুয়ারী/১২	৪৮০০১০০
ফেব্রুয়ারী/১২	৭০৬৫১০০
মার্চ/১২	৫৪৭৫৮০০
এপ্রিল/১২	৮২৬৫৫০০
মে/১২	১১৫৪৭৪০০
জুন/১২	১০৬১০১০০
মোট	৭৪০৮৩৫০০

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

পটভুমি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দীর্ঘ দিন ধরে জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে কাজ করে আসছে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এনপিও কাজ করে। তাছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যাবতীয় কর্মসূচিই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এনপিও'র কাজের অংশ।

সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম এবং ইহা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত কারখানা/প্রতিষ্ঠানসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এই লক্ষ্যে এনপিও নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে সম্পাদন করে থাকে :

১. উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ;
২. উৎপাদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
৩. উৎপাদনশীলতা জরিপ ও সমীক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
৪. উৎপাদনশীলতা তথ্য ভান্ডার গঠন ও সমৃদ্ধিকরণ;
৫. উৎপাদনশীলতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচার সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ;
৬. উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কনসালটেন্সী সেবা প্রদান;
৭. কারখানা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন ও ইহার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
৮. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার/কর্মশালা/আলোচনা সভা আয়োজন করা;
৯. উৎপাদনশীলতা পরিমাপের নির্ণয়ক উদ্ভাবন;
১০. কারখানা পর্যায়ে মজুরীর সহিত উৎপাদনশীলতার যোগসূত্রতা স্থাপনে পদ্ধতিগত উপায় নির্ণয়ের ব্যাপারে সমীক্ষা পরিচালনা ও সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
১১. টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, ষ্ট্যাডি মিটিং, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস ইত্যাদি কর্মকান্ড বাংলাদেশে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা; এবং
১২. এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনপিও বাংলাদেশে ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করা।
১৩. পরিকল্পনা দলিলসহ সরকারি নীতিমালায় উৎপাদনশীলতা কনসেপ্ট সংযোজন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান;

এনপিও কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কর্মকান্ড।

কর্মসূচী	২০১১-১২
১। প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা	২৪
২। উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন ও সহায়তা প্রদান	৭
৩। কারখানায় ফাইভ এস ও কিউসি সার্কেল কমিটি গঠন	১১
৪। সচেতনতা প্রচারাভিযান	৩৫
৫। উৎপাদনশীলতা উপাত্ত সংগ্রহ	৭৩
৬। গবেষণা প্রতিবেদন	২
৭। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা সভা	১২
৮। প্রচার পুস্তিকা/ পোষ্টার বিতরণ	৩৭৫৭
৯। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮০৩
১০। উপদেষ্টা কমিটির সভা	২
১১। এপিও'র কর্মসূচীতে সদস্যভূক্ত দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ	৩৫
১২। কার্য-নির্বাহী কমিটির সভা	১
১৩। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের সভা	১

আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ মোতাবেক এনপিও'র আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমঃ

১। আইসিটি খাতের জন্য ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দপ্তরে ৪টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে এবং দপ্তরের সকল কম্পিউটারকে ব্রডব্যান্ড লাইনের আওতায় নেয়া হয়েছে।

২। দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণে ওয়েব সাইড, নেট ও কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। জ্বালানীর দক্ষ ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান যেমন ISO বিষয়ে যোগ্যতা, লিন সিক্স সিগমা, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে ষ্টকহোল্ডারদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত শিল্পায়ন আর শিল্পায়ণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বা Productivity। অন্য কথায় উৎপাদনশীলতা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট পন্থা। শিল্প কিংবা কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সমাদৃত হলেও বাংলাদেশে বিষয়টি এখনও তেমন জনপ্রিয় হয়নি। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারন উৎপাদনশীলতার এ ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, কলা-কৌশল সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দানের জন্য গত ২রা অক্টোবর ২০১১ ঢাকার রুপসী বাংলা হোটেলে এনপি'ও কর্তৃক আয়োজিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জাতীয় বহুপক্ষীয় সম্মেলনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সরকারী প্রতিনিধি, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবি, অর্থনিতিবিদ, কুটনৈতিকবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক ও বিভিন্ন মিডিয়ার সদস্যসহ সকল পেশার ৫০০ জনেরও অধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন। ফলে সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে উৎসাহ উদ্দিপনা ও জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **''প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এ্যাওয়ার্ড''** প্রবর্তনের ঘোষণা দেন এবং তিনি প্রতি বছর ২রা অক্টোবরকে উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের ২০টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একমাত্র সরকার প্রধান যিনি এপিও ও এনপিও'র কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে এর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেছে।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

একটি কারিগরি দপ্তর হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান বয়লার পরিদর্শক কাজ করে আসছে । অবিভক্ত ভারতে শিল্প কারখানায় জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্তে ১৯২৩ সালে বয়লার আইন প্রনীত হয় যা প্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালে কলকাতায় বয়লার অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর উক্ত অধিদপ্তর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয় এবং বয়লার অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময় একে সংযুক্ত অফিসে পরিণত করা হয় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অফিস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর পর হতে অফিসটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস হিসেবে কাজ করে আসছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে নিম্নে বর্নিত আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন করা হয়ঃ

১। বয়লার আইন ১৯২৩ (সংশোধিত-১৯৯০)
২। বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ (সংশোধিত-২০০৭)
৩। বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩ (সংশোধিত-১৯৮৬)
৪। বয়লার রুলস ১৯৬১

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নে বর্ণিত প্রধান প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপুর্বক রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
(খ) বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপুর্বক নিরাপদ চালনার সার্টিফিকেট প্রদান;
(গ) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহনপুর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের অপারেশন সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান এবং
(ঘ) স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের বিভিন্ন ধাপ পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান ।

সাধারণভাবে সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোং, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্ত্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টারি ও রাইস মিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে অত্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

জনবলের বিবরণ

বিবরণ	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
প্রথম শ্রেণী	১০	৫	৫	৫ জন কর্মকর্তার পদ সৃজন করা হয়েছে । নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
দ্বিতীয় শ্রেণী	-	-	-	অত্র দপ্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তার কোন পদ নাই
তৃতীয় শ্রেণী	৯	৫	৪	২ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
চতুর্থ শ্রেণী	১২	৫	৭	৬ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
মোট	৩১	১৫	১৬	

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের কর্মকান্ড

(ক) জুলাই, ২০১১ হইতে জুন,২০১২ পর্যন্ত সময়ের কর্মকান্ডের বিবরণঃ

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-২০১২	প্রকৃত অর্জন জুলাই, ১১ হতে জুন, ১২	অর্জনের হার (%)	মন্তব্য
(১) বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদানের সংখ্যা	৪৫০০	৩৯০০টি	৮৬.৬৬%	-
(২) রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সংখ্যা	-	৩৪৩টি	-	-
(৩) দেশিয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের সার্টিফিকে প্রদানের সংখ্যা	-	১১১টি	-	-
(৩) বয়লার পরিচারকদের পরীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা	-	৭৭৬টি	-	-
(৪) বয়লার দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য	৩টি			
(৫) মোট বয়লারের সংখ্যা	৭১৪১টি।			
(৬) চালু বয়লারের সংখ্যা	৪৫০০টি।			
(৭) বয়লার নবায়ন না হওয়ার কারণ	সময়মত নবায়ন ফিস না পাওয়ায়।			
8) গৃহীত ব্যবস্থা	ফিস আদায়ের জন্য তাগাদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।			

(খ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :

(১) ২০০৭ সালে বাংলাদেশ বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১ সংশোধন করায় স্থানীয়ভাবে বয়লার তৈরি সহজতর হয়। বর্তমানে দেশিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাঝারী ধরণের শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী বয়লার প্রস্তুত হচ্ছে । অত্র দপ্তর দেশিয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে স্থানীয়ভাবে ১১১টি বয়লার তৈরি হয়েছে।

(২) প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সেবা বয়লার ব্যবহারকারীদের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে অত্র দপ্তরের ৩(তিন)টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। জুন ২০১২ হতে আঞ্চলিক অফিসগুলির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নিম্নে আঞ্চলিক অফিসসমুহের অধিক্ষেত দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	অফিসসমুহের নাম	অফিসের অধিক্ষেত্র
১	প্রধান দপ্তর ও ঢাকা আঞ্চলিক অফিস	ঢাকা বিভাগ, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ
২	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস	চট্টগ্রাম বিভাগ
৩	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস	রাজশাহী বিভাগ, খুলনা ও রংপুর বিভাগ

(৩) অত্র দপ্তরের একটি ওয়েব সাইট তৈরী করা হয়েছে। ওয়েব সাইট এর ঠিকানাঃ www.boiler.gov.bd| উক্ত ওয়েব সাইট থেকে বয়লার ব্যবহারকারীগণ অতি সহজেই বিভিন্ন ফরম ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন।

(৪) অত্র দপ্তরে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার উদ্দেশ্যে বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লারের ইনফরমেশন রেকর্ড, ফিস প্রাপ্তির রেকর্ড ও বয়লার এটেনডেন্টদের রেকর্ড এর সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এতে অত্র দপ্তরের ই-গর্ভনেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল হয়েছে ।

(গ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (লাভ):

বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন জুলাই, ১১ হইতে জুন, ১২	অর্জনের হার (%)
ফিস বাবদ রাজস্ব আয় (টাকা) জুলাই,১১ হইতে জুন-১২	২,৫৫,১০,০০০/-	২,৬৭,২৭,০০০/-	১০৪.৭৭%
সরকারি কোষাগারে জমা (টাকা) জুলাই, ১১ হইতে জুন-১২	--	২,৬৭,২৭,০০০/-	১০০%
ব্যয় (টাকা) জুলাই,১১ হইতে জুন-১২	১,১৫,২৭,০০০/-	৫০,২৩,২৬৭/-	৪৩.৫৭%

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Assurance Infrastructure) ও সাযুজ্য নিরূপন পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে।আভ্যন্তরীন দেশিয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার গুনগত মানের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করাসহ দেশিয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে , জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের মাধ্যমে বিএবি বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছে।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৯ জুন, ২০১২ তারিখে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবসে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়। এ অর্থ বছরে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য পাঁচটি এ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমনঃ মতবিনিময় সভা, সেমিনার, জাতীয় ও আন্তজার্তিক কর্মশালাসহ মোট আটটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন ও ২১ টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং দেশের বাইরে ১২ টি সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বোর্ডের অ্যাসেসরদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ০২ টি অ্যাসেসর রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। এ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০৪টি এ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্টস প্রস্তুতসহ একটি টেকনিক্যাল রিভিউ প্যানেল ও একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন, একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বোর্ডের কার্যক্রমকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতিকরণের লক্ষ্যে ০২ টি স্মরণিকা, ০৩ টি নিউজ লেটার, ০১ টি প্রামাণ্য চিত্র ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দকৃত ৯৯,৬৭,০০০.০০ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯১,৭২,৫৪৭.৭৭ টাকা ব্যয়িত হয়।

বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ড ২০০৭ সালে এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) এর সহযোগী সদস্যপদ, ২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) এর এ্যাফিলিয়েট সদস্যপদ এবং ২০১১ সালে প্যাসিফিক এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (PAC) এর সহযোগী সদস্যপদ লাভ করেছে। বর্তমানে বোর্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) এর সদস্যপদ লাভের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের কাছে প্রথমবারের মতো বোর্ডের পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৬-২০১১) পেশ করা হয়েছে। বঙ্গভবনে গত ১৯ জানুয়ারী, ২০১২ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বোর্ডের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মঈনুদ্দিন মিয়াজী প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। এ সময় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

- গত ১৩ মার্চ ২০১২ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার নেতৃত্বে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সকলকে অক্লান্ত পরিশ্রম করার নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মান নিশ্চিত করার উপর জোর দেন।

দাপ্তরিক কার্যক্রম ঃ

১. গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ''কনফরমিটি অ্যাসেসমেন্ট ফর এশিয়ান ডেভেলপিং ইকোনোমিস'' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (BAB), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (UNIDO) যৌথভাবে আয়োজন করে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মাল্দ্বীপ, আফগানিস্থান সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষায়িত ক্ষেত্র যেমন এ্যাক্রেডিটেশন, নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্প-বাণিজ্য, পরীক্ষাগার, টেলিকমিউনিকেশন ও বিশ^বিদ্যালয় হতে ৭০ জন বিশেষজ্ঞ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২.যুক্তরাজ্যের র‌্যানডক্স ল্যাবরেটরি লিঃ এবং ভারতের ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (আইএকিউএম) এর সহায়তায় বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিঃ তারিখে ''মেডিকেল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন ও ISO ১৫১৮৯'' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে। দেশের খ্যাতনামা মেডিকেল ল্যাবরেটরি

থেকে শতাধিক চিকিৎসক, মান ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ISO ১৫১৮৯ এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

৩। ০৯-১২ এপ্রিল ২০১২ খ্রিঃ তারিখে ISO / IEC ১৭০১১ আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের ইন্টারনাল অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বিএবি অডিটে প্রাপ্ত ''ইনসিডেন্টস এন্ড ডেভিয়েশনস'' এ্যাক্রেডিটেশন প্রসিডিউর অনুযায়ী ''কারেকটিভ এন্ড প্রিভেনটিভ অ্যাকশন'' গ্রহণ করে।

প্রথম এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান ঃ

বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিওয়াল রিসার্চ (BCSIR) এর ইন্সটিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস (INARS) ল্যাবরেটরিতে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিঃ তারিখে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে। গত ৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১২, অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেন।

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস, ২০১২ উদযাপনঃ

আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (IAF) এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (ILAC) যৌথভাবে ৯ জুন কে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। দিবসটি প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল"Accreditation: Supporting safe food and clean drinking water" অর্থাৎ এ্যাক্রেডিটেশন নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানির নিশ্চয়তা দেয়। বিএবি এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে ৯ জুন ২০১২ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সার্থক করেছেন।

বিএবির ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

১। এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা।

২। ISO/IEC ১৭০২৫, ISO ১৫১৮৯, ISO/IEC ১৭০২০, ISO/IEC ১৭০২১, ISO/IEC ১৭০৬৫, ISO/IEC ১৭০২৪ এর উপর Lead Assessor প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে আয়োজন করা।

৩। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য ILAC- APLAC MRAs এবং IAF-PAC MRAs এর স্বাক্ষরকারী পূর্ণ সদস্যপদ লাভ এবং নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা।

৪। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সাথে Memorandom of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করা যার ফলে যৌথভাবে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা সহজতর হবে।

৫। SAARC Accreditation সংস্থার সাথে এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জোরালো ভূমিকা রাখা।

৬। বাংলাদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।ঃ

সমাপ্তঃ

প্রতিবেদন সংকলন এমআইএস অধিশাখা

ফটোগ্যালারী

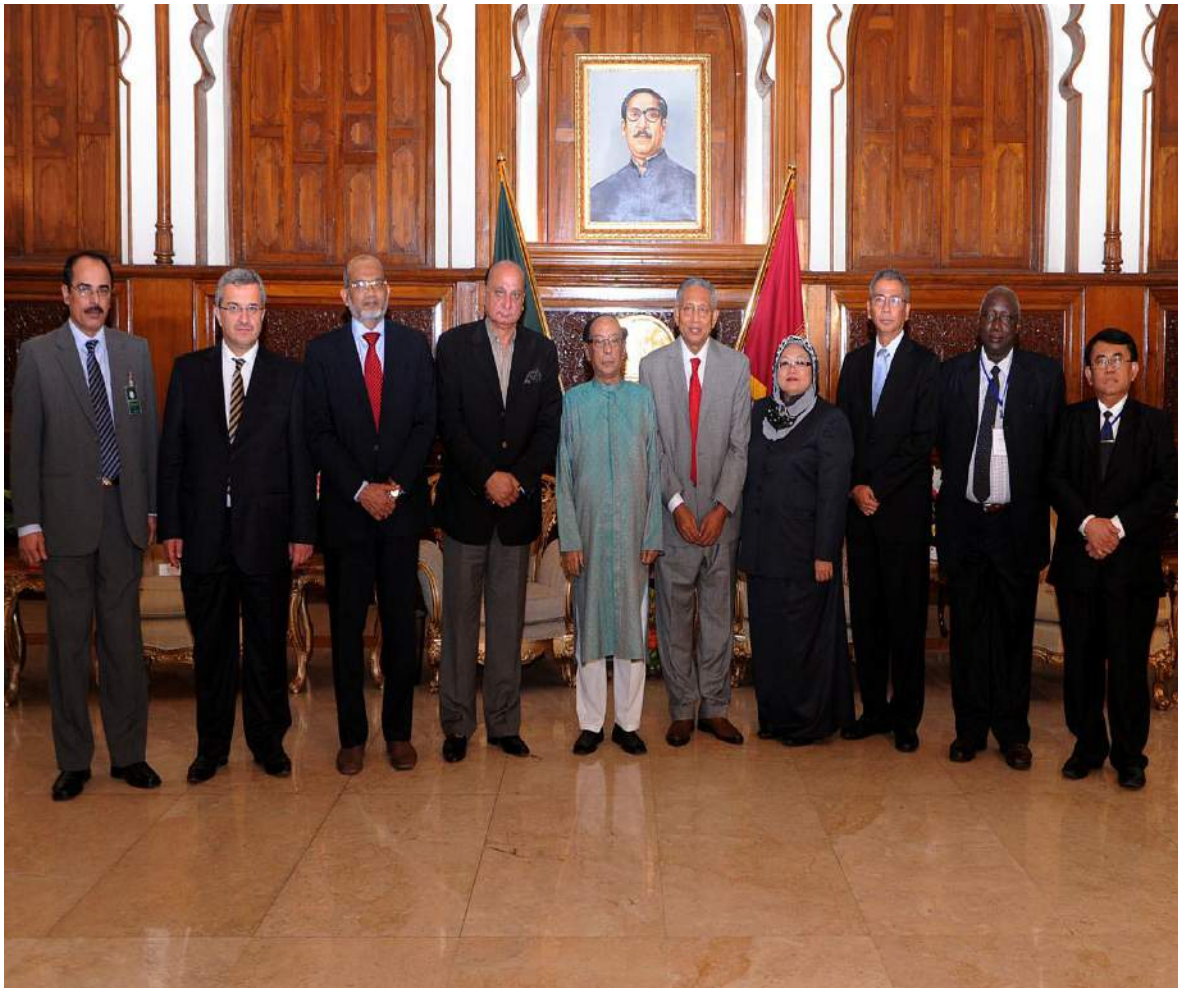

ডি-৮ সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন।

১৩-০৯-২০১২ তারিখ মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরীর শপথ অনুষ্ঠান

গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ সময়ে বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **Mr. Mikhail V. Myasrikovich** এর বাংলাদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক।

গত ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশ ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া ও বেলারুশের শিল্পমন্ত্রী **''Mr. Dmitry Katerinich, Cooperation in Agro-Industrial Manufacturing"** শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন।

গত ১২ নভেম্বও ২০১২ তারিখে বেলারুশ ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ও বেলারুশের পররাষ্ট্র উপমন্ত্রী উভয় দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ উন্নয়ন ও পারস্পরিক সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করছেন।

ডি-৮ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য রাখছেন।

ডি-৮ সম্মেলনে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী ও শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ সময়ে বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Mr. Mikhail V. Myasrikovich এর বাংলাদেশ সফরের সময় সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাত।

গত ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ সময়ে বেলারুশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার সাথে বেলারুশের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী Mr. Dmitry Katerinich সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে জনাব এন. আই. খানকে ফুলের তোড়া দিচ্ছেন।

মহান বিজয় দিবসে মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরীকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন।

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহোদয় বক্তব্য রাখছেন।

ডানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়াকে ও বামে মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরীকে
বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন।

মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, শিল্প সচিব সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন

মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহোদয়কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন।